পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 331 Thursday, 5 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৩১ সংখ্যা ✱ ১৮ কার্ত্তিক ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ৫ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

কুণাল ঘোষের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে বুধবার দীর্ঘ বৈঠক করলেন বেলেঘাটার মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। স্ট্র্যান্ড রোডে নবমহাকরণে এই বৈঠক হয়। বৈঠকের পরে কুণাল জানিয়েছেন, তাঁর বিধানসভা এলাকায় একটি নতুন বাস রুট চালুর প্রস্তাব নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। বেলেঘাটার বিধায়ক বলেন, তাঁর কেন্দ্রের বহু মানুষ তাঁর কাছে জানিয়েছেন, ফুলবাগান তেকে বেলেঘাটা সেলস ট্যাক্স বিল্ডিং হয়ে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত কোনও বাস রুট নেই। ফলে অফিসের সময়ে নিত্য ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো বেলেঘাটা, ফুলবাগান হয়ে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেটি নারকেলডাঙা মেন রোডে। ফলে বেলেঘাটার বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ মেট্রোর সুবিধা পান না। নতুন বাস রুটের আর্জি নিয়েই অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কুণাল। অর্জুন পরিবহণের পাশাপাশি শ্রম দফতরেরও মন্ত্রী। নবমহাকরণে বুধবার শ্রম দফতরেই মন্ত্রীর সঙ্গে দেকা করতে গিয়েছিলেন মমতা তৃণমূলের বিধায়ক। তবে কথা হয়েছে পরিবহণ নিয়ে। বৈঠকে সন্তুষ্ট কুণাল। তিনি বলেন, শ্রমমন্ত্রী দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন বাস রুটটি চালু করার ব্যাপারে। সূত্রের খবর, অর্জুন আশ্বাস দিয়ে কুণালকে জানিয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই ৩০টি নতুন ইলেক্ট্রিক বাস আসছে। তার থেকে দু'টি বাস দিয়ে যাতে নতুন রুট চালু করা যায়, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে জল্পনা তৈরি হয়েছে দু'জনের বৈঠকের সময় নিয়ে। বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুণাল ছিলেন নবমহাকরণে। অনেকের বক্তব্য, কুণাল যতক্ষণ ছিলেন, একটি বাস রুট নিয়ে কথা বলতে সাধারণত অত সময় লাগে না।

আমেরিকার গভর্নর হলেন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ৪ নভেম্বরঃ আমেরিকার রাজনীতির ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক তৈরি করলেন ডেমোক্র্যাট নেত্রী কেইশা ল্যান্স বটমস। জর্জিয়ার গভর্নর নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রিক জ্যাকসনকে হারিয়ে এই নজরকাড়া সাফল্য ছিনিয়ে নিয়েছেন আটলান্টার প্রাক্তন এই মেয়র। এই জয়ের গুরুত্ব জর্জিয়ার রাজনীতিতে অত্যন্ত গভীর। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সেখানে কোনও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী গভর্নর পদে জিততে পারেননি ১৯৯৮ সালের পর এই প্রথম কোনও ডেমোক্র্যাট নেতা রাজ্যটির শীর্ষ পদে বসতে চলেছেন। রিপাবলিকান গভর্নর ব্রায়ান কেম্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই আসনটির দিকে নজর ছিল পুরো দেশের। নির্বাচনটি একেবারেই সহজ ছিল না বিপুল আর্থিক ও প্রচার ক্ষমতার অধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায় করে নেন কেইশা। নির্বাচনী লড়াইয়ে তিনি স্বাস্থ্যবীমা পরিষেবা মেডিকেড সম্প্রসারণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর কর ছাড় এবং গর্ভপাতের অধিকার পুনরুদ্ধারের মতো জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলোকে সামনে রেখেছিলেন। জয়ের পর দেওয়া এক ভাষণে আবেগাপ্লুত কেইশা জানান, এই লড়াই ছিল রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের খেটে খাওয়া মানুষের-ছাত্রছাত্রী, প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের অধিকার রক্ষার লড়াই। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, কোনও রাজনৈতিক বিভাজন না রেখে তিনি জর্জিয়ার প্রতিটি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন। একসময় বিচারক হিসেবে কাজ করা এবং পরবর্তীতে জো বাইডেনের প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা কেইশা ল্যান্স বটমসের এই ঐতিহাসিক উত্থান কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় তথা আমেরিকার নারী নেতৃত্বের ইতিহাসে এক অনুপ্রেরণাদায়ী অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতকে জেরা করে কোটি টাকার খোঁজ পেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ পুলিশ হেফাজতে থাকা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এক কোটি টাকারও বেশি নগদ উদ্ধার করল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। ধৃতকে জেরা করে মেলা তথ্যের



ভিত্তিতে বুধবার ভোররাতে ডায়মন্ড হারবারের সরিষা এলাকার একটি তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক মজুমদার। তিনি জানান, সরিষার যে কার্যালয়টি থেকে নগদ ১ কোটি ২ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, সেটি মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদের কার্যালয় হিসেবে পরিচিত। পুলিশ সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণ টাকার উৎস কী, ঠিক কী উদ্দেশ্যে তা দলীয় কার্যালয়ে মজুত করে রাখা হয়েছিল এবং এই পুরো ঘটনার সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছেন- তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। জালিয়াতি ও অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে ধৃত সুমিত রায়কে আরও জেরা করে জট ছাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। শামিম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারী। ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সূত্রে খবর, শামিমের সঙ্গে সুমিতের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। শামিমের

● এরপর ৬ পাতায়...

অঙ্কের সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন, বড় বদল বাংলায় শিক্ষাব্যবস্থায়



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ বাংলায় এবার উচ্চ শিক্ষায় বড় পরিবর্তন। উচ্চশিক্ষায় এবার যুক্ত হচ্ছে প্রাচীন গণিত শাস্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে এবার যুক্ত হচ্ছে চাণক্য নীতি। বৈদিক যুগের গণিতও এবার পড়ানো হবে বাংলায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একটা টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি মেনে ইতিমধ্যেই কাজ করা শুরু করে দিয়েছে সেই টাস্ক ফোর্স। এই টাস্ক ফোর্স লিড করছেন অধ্যাপক এম জগদীশ কুমার। তিনি ইউজিসি-র প্রাক্তন চেয়ারপার্সন। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বলে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি স্ট্রাকচারাল মেথড রয়েছে। আইআইটি-গুলোতে তার সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচয় করানো হচ্ছে। অধ্যাপক এম জগদীশ কুমারের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্সে কল্যাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কল্লোল পাল রয়েছেন। কী কী পরিবর্তন আসছে? (১) বাংলার উচ্চশিক্ষায় আসছে প্রাচীন গণিত শাস্ত্র (২) রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আসছে চাণক্য নীতি (৩) বৈদিক যুগের গণিতও পড়ানো হবে বাংলার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। টাস্ক ফোর্সের সদস্য তথা কল্যাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কল্লোল পাল বলেন, ''বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটা মডেল করা, গাইডলাইন তৈরি করে, এনইপি ২০২০ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে। বৈদিক নীতি, শাস্ত্রীয় নীতি, যেগুলো বর্তমান যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য হবে, সেগুলো সিলেবাসে নিয়ে আসা হবে।'' এ বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, ''সিলেবাসের একটা পার্ট হিসাবে মর্ডান সায়েন্স, ইউরোপিয়ান সায়েন্সের পাশাপাশি এসিয়েন্ট সায়েন্সও আনা যায়, তাহলে আমাদের দেশে ঐতিহ্যই প্রতিস্থাপিত হবে।'' অন্যদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন্দিনী মুখোপাধ্যায় বলেন, ''এই পদ্ধতিতে অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু আমরা তো একবিংশ শতাব্দীতে এসে দাঁড়িয়েছি। সে সময়ে যা যা গণিতশাস্ত্রে ছিল, সেখান থেকে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। বাকি বিষয়গুলো ইতিহাস হিসাবে রেখে, বর্তমানে শিক্ষায় আধুনিক গণিত, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিতে যে অগ্রগতি সেই বিষয়গুলোর ওপর আরও জোর দেওয়া উচিত ছিল।''

‘ঠিকমতো কাজ না করলে বন্ধ বেতন!’

পঞ্চায়েত পর্যালোচনা বৈঠকে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নমূল কাজ ও পরিকাঠামো নির্মাণে গতি আনতে রাজ্য প্রশাসনের অফিসার ও কর্মীদের প্রতি কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের এক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়ন ও নির্মাণকাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মাণ সহায়করা যদি নিজেদের কাজে অবহেলা করেন বা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করেন, তবে তাঁদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হবে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, পঞ্চায়েত দফতরের সচিব পি উল্গানথন সহ সমস্ত জেলার জেলাশাসক, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও কাজের গতি বাড়ানো নিয়ে নিজের অবস্থান কঠোরভাবে ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন 'ভিবি জি-রামজি' প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েই বিশদ আলোচনা করা হয়। বিগত



সরকারের আমলে মনরেগা প্রকল্পে মূলত পুকুর খনন, রাস্তা নির্মাণের কাজেই নিয়োগ হত। তবে এই প্রকল্পে এইসব কাজের পাশাপাশি থানার সংস্কার, আইসিডিএস সেন্টার তৈরি করার কাজও যুক্ত হচ্ছে। ফলে জবকার্ড হোল্ডারদের আয়ের পরিধিও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়েই মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'ভিবি জি-রামজি' প্রকল্পের অধীনে দৈনিক ২২ লক্ষ মানুষকে কাজের সুযোগ তৈরি করাই সরকারের মূল লক্ষ্য এবং দেশকে এই ক্ষেত্রে শীর্ষে নিয়ে যেতে হবে। তবে সূত্রের খবর, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও মুর্শিদাবাদের মতো বেশ কয়েকটি জেলায় প্রকল্পের কাজ প্রত্যাশিত গতি না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, বিডিও-দের জন্য আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যাশা মতো কাজ না হলে সংশ্লিষ্ট জেলার বিডিওকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জেলাশাসকদের বিশেষ নির্দেশ দিয়ে জানান, ব্লকস্তরে বিডিও-রা কীভাবে ও কী গতিতে কাজ করছেন, তার বিস্তারিত নথি

● এরপর ৬ পাতায়...

জ্ঞানেশ কুমারের আজীবন দায়মুক্তির আইন!

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ব্যাখ্যা চাইল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বরঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগে সংক্রান্ত নতুন আইনের একটি বিশেষ ধারা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাখ্যা তলব করল সুপ্রিম কোর্ট। নরেন্দ্র মোদি সরকারের তৈরি ওই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় শুধু কার্যকালেই নয়, অবসরের পরেও যে কোনও ধরনের আইনি পদক্ষেপ বা ফৌজদারি মামলা থেকে আজীবন সম্পূর্ণ দায়মুক্তি প্রদান করা হয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনের। অর্থাৎ এসআইআর নিয়ে চলমান আইনি বিবাদে ব্যক্তি জ্ঞানেশ কুমার এবং বাকি দুই কমিশনারকে তাঁদের জীবদ্দশায় অভিযুক্ত করা যাবে না। আজীবনের জন্য তাদের ফৌজদারি মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট আইনটিতে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ, চাকরির শর্তাবলী এবং কার্যকাল) আইন, ২০২৩'-এর ১৬ নম্বর ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং আইনজীবী অরুণ কুমার আগরওয়ালের দায়ের করা মামলায় শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি ভারতের নির্বাচন কমিশন উভয়কেই নোটিস



পাঠিয়েছে। ১৮ ডিসেম্বর মামলাটির পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। দায়মুক্তি বলতে মূলত কোনও শাস্তি, ক্ষতিপূরণ বা আইনি দায় থেকে অব্যাহতি বা মুক্তি পাওয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ, কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ কোনও অন্যায়, অপরাধ বা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, রাষ্ট্রের আইন বা বিশেষ বিধানের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বা শাস্তি হয় না। দুই প্রতিবেশী পাকিস্তান ও বাংলাদেশে নানা ঘটনায়, রাজনৈতিক উত্থান পতনে হত্যা, রাহাজানি, এমনকী দেশ

বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িতদেরও বারে বারে গায়ে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হলো, ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় আওয়ামী লিগের নেতাকর্মী ও পুলিশকে হত্যা এবং গণভবন, মেট্রো রেল সহ সরকারি সম্পদ ধ্বংসে জড়িতদের দায়মুক্তি দেয় মহম্মদ ইউনূস এর সরকার। তারেক রহমানের সরকারও সেই সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। ভারতের নির্বাচন কমিশনারদের দায়মুক্তি সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে মামলায় বলা হয়েছে, ধারাটি অসাংবিধানিক। এটি ভারতের নির্বাচন কমিশনকে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিধি অতিক্রম করে গেছে। এমনকী ধারাটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকেও লঙ্ঘন করেছে। এরফলে বিচার বিভাগও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে পারবে না। মামলাকারীদের আইনজীবীরা বলেছেন, এমন আইনি দায়মুক্তির ফলে কমিশনের দায়িত্ব পালনের সময় তারা কোনো রকম অনিয়ম জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত হলে বিচার করা যাবে না। আইনজ্ঞদের বক্তব্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং দুই নির্বাচন কমিশনারকে যে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে ভারতে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপালেরাও ভোগ করেন না। তাঁদের দায়মুক্তিও নিরঙ্কুশ নয় এবং সংবিধানের ৩৬১ নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের শুধুমাত্র কার্যকাল চলাকালীন সময়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যায় না।

অগ্নিবীরদের মেয়াদ বাড়ল দুই বছর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বরঃ অগ্নিবীরদের জন্য বড় খবর। দুই বছরের জন্য মেয়াদ বাড়ল অগ্নিবীরদের। চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি আজ, ৪ নভেম্বর ঘোষণা করলেন যে অগ্নিপথ স্কিমের চার বছরের মেয়াদ পূর্তির পর যারা সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত বা কাজের সুযোগ পাবে না, এমন ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীরের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানো হল। অর্থাৎ মোট ছয় বছর সশস্ত্র বাহিনীতে কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে। এই মেয়াদ পূর্তির পর পারফরম্যান্স ও সিলেকশনের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীতে কাজের সুযোগ পাবেন। আজ সাংবাদিক বৈঠকে জেনারেল সুব্রমণি জানান, অগ্নিবীরের প্রথম ব্যাচ চার বছরের মেয়াদ পূরণ হওয়ার দিকে। তাদের পারফরম্যান্সের ফিডব্যাক ইতিবাচক। তিনিই জানান যে সশস্ত্র বাহিনী অগ্নিবীরদের মেয়াদ বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। ক্যাবিনেট সেই প্রস্তাবনায় সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। সকল অগ্নিবীরদের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে বর্তমান চার বছরের স্কিম চালু থাকবে। তিনি আরও বলেন, ''প্রথম থেকেই এটা স্পষ্ট ছিল যে অগ্নিবীর স্কিম রিভিউ করা হবে। প্রতি বছরই অগ্নিবীরদের রিভিউ করা হয়। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দুই বছরের মেয়াদ বাড়ানো হবে। এই রিভিউ একদিনে হয়নি, এটা চলমান



প্রক্রিয়া। আমরা তিন-চার মাস ধরে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। ক্যাবিনেট আমাদের সুপারিশ মেনে নিয়েছে।'' সিডিএস জানিয়েছেন, পারফরম্যান্স ও সাফল্যের উপরে ভিত্তি করে অগ্নিবীরদের ভবিষ্যতে নিয়োগ নির্ভর করছে। যারা এই অতিরিক্ত দুই বছর পূরণ করবেন, তাদের ফের একবার পুনর্বিবেচনা করা হবে সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের জন্য। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, অগ্নিপথ স্কিমে ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীর, যারা ইতিমধ্যেই স্কিম পূরণ করে বেরিয়ে গিয়েছেন, তাদের আরও দুই বছরের এনগেজমেন্ট পিরিয়ড দেওয়া হবে। এরপর যে অগ্নিবীররা চাইবেন, তাদের সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে অগ্নিপথ স্কিম শুরু হয়। এই স্কিমের অধীনে যোগ্য যুবকদের স্বল্প মেয়াদে সেনাবাহিনীতে কাজের সুযোগ দেওয়া হয়। যাদের এই স্কিমে নিয়োগ করা হয়, তাদের অগ্নিবীর বলা হয়। আর কিছুদিন পরই ১৮ হাজার অগ্নিবীররা সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে যাবে। ঠিক তার আগেই ক্যাবিনেটের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

২ চাকা কেনার জন্য রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বড় সুযোগ দিল সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ উৎসবের মুরশুম শুরু হওয়ার আগেই ডিএ নিয়ে সুখবর দিয়েছিল। আর ধনতেরাসের আগে ফের একবার বড় ঘোষণা নবান্নের। বলা ভালো রাজ্য সরকারি কর্মীদের সুখবর দিল নবান্ন। মোটর সাইকেল, স্কুটার, মোপেড কিংবা ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক দু'চাকা গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সরকারি ঋণের ঊর্ধ্বসীমা অনেকটাই বাড়ানো হল। অর্থ দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, বাজারে যানবাহনের মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক স্কুটার বা ই-বাইক কেনায় সরকারি কর্মীদের উৎসাহ দিতে বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে এই নির্দেশে। অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পি কে মিশ্রের স্বাক্ষর করা এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ দফতরের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সাধারণ পেট্রলচালিত মোটর সাইকেল বা স্কুটার কেনার জন্য প্রথম দফায় সর্বোচ্চ এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মিলবে। তবে কর্মীর পাঁচ মাসের মূল বেতন কিংবা গাড়ির মূল্যের মধ্যে যেটি কম হবে, সেই অঙ্কের টাকাই ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়বার এমন গাড়ি কিনতে চাইলে সর্বোচ্চ ৯০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মিলবে। পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক যানের ক্ষেত্রে এই আর্থিক সহায়তার অঙ্ক আরও বেশি রাখা হয়েছে। প্রথমবার ইলেকট্রিক দু'চাকা কিনলে কর্মীরা সর্বোচ্চ এক লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের ছ'মাসের মূল বেতন কিংবা গাড়ির দামের মধ্যে



যেটি কম, সেই অর্থ মঞ্জুর করা হবে। দ্বিতীয় দফায় ই-বাইক কেনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ রাখা হয়েছে ৯০ হাজার টাকা। এই সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের যোগ্যতামানও স্পষ্ট করে দিয়েছে অর্থ দফতর। রোপা ২০১৯ অনুযায়ী, যাঁদের মূল বেতন অন্তত ২৫ হাজার ৭০০ টাকা বা তার বেশি, কেবল তাঁরাই এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ঋণের টাকা শোধ করার প্রক্রিয়াটিও কর্মীদের সুবিধার্থে সহজ রাখা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঋণের আসল টাকা সর্বোচ্চ ৬০টি মাসিক কিস্তিতে বেতন থেকে কাটা যাবে। এরপর বাকি থাকা সুদের টাকা পরবর্তী সর্বোচ্চ ২০টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। তবে একবার ঋণ নেওয়ার পর সেই টাকা এবং সুদ পুরোপুরি পরিশোধ হওয়ার অন্তত তিন বছর না পেরোলে দ্বিতীয়বারের জন্য কোনও ঋণ মিলবে না। একই সঙ্গে ঋণ পরিশোধে গাফিলতি রুখতে কড়া নিয়মের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে অর্থ দফতর। সময়ে কিস্তির টাকা না মেটালে অন্তত আট শতাংশ হারে চক্রবৃদ্ধি চক্রে জরিমানামূলক সুদ চাপানো হতে পারে। তবে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা কমাতে ঋণ মঞ্জুরের প্রক্রিয়ায় বড়সড় বদল এনেছে রাজ্য সরকার। নবান্ন সূত্রের খবর, এতদিন এই ফাইল অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন দফতর ঘুরে শেষ পর্যন্ত অর্থ দফতরে পাঠাতে হতো। ফলে দীর্ঘ সময় অপচয় হত। নতুন নিয়মে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতরকেই সরাসরি এই ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আবেদন জমা পড়ার পর অনেক কম সময়ের মধ্যেই কর্মীরা তাঁদের গাড়ি কেনার টাকা হাতে পেয়ে যাবেন। নবান্নর এই পদক্ষেপ সরকারি কর্মচারীদের বড় অংশ ইতিবাচক বলেই মনে করছে। প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ''বাজারে জ্বালানি তেলের দাম যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে পরিবেশবান্ধব ই-বাইক ব্যবহারে কর্মীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সেই কথা বিবেচনা করেই সাধারণ বাইকের তুলনায়

● এরপর ৬ পাতায়...

মহিলা ও রূপান্তরকামীদের নিয়োগে বাড়তি সুবিধা

নয়া শিল্পনীতিতে পিএফের ভর্তুকির প্রস্তাব শুভেন্দু সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ শুধু বিনিয়োগ আনলেই হবে না, কাজের সুযোগও তৈরি করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারের প্রস্তাবিত নয়া শিল্পনীতিতে তাই নিয়োগের খরচ কমাতে শিল্পসংস্থাগুলিকে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মহিলা ও রূপান্তরকামীদের কর্মসংস্থানে। সংবাদ মাধ্যমের হাতে আসা নীতির খসড়া অনুযায়ী, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থা বা এমএসএমই-কে কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার জমা দেওয়া অর্থ ফেরাবে সরকার। তথা ওই টাকা ভর্তুকি দেবে। তবে কর্মীর শ্রেণি অনুযায়ী সেই সহায়তার হার আলাদা হবে। মহিলা ও রূপান্তরকামী কর্মীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার ইপিএফের অবদানের ১০০ শতাংশ ফেরত দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। পুরুষ কর্মীদের ক্ষেত্রে ফেরানো হবে ৫০ শতাংশ। দু'ক্ষেত্রেই এই সুবিধার মেয়াদ ১০ বছর। অর্থাৎ, কোনও যোগ্য সংস্থা মহিলা বা রূপান্তরকামী কর্মী নিয়োগ করলে তাঁর জন্য সংস্থাকে যে ইপিএফ জমা দিতে হয়,



তার পুরোটা ফেরত পাওয়ার সুযোগ থাকবে। তবে এটি কর্মীর বেতন বা তাঁর নিজের পিএফের টাকা ফেরানোর প্রকল্প নয়। সহায়তা মিলবে নিয়োগকর্তার দেওয়া অংশের উপর। খসড়ার 'কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত উৎসাহভাতা' অধ্যায়ে এই ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। এমএসএমই-র ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিট একটি অর্থবর্ষে সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ইপিএফের অর্থ ফেরত পেতে পারে। বড় শিল্পসংস্থা এবং স্ট্র্যাটেজিক ও মেগা প্রকল্পের জন্যও ইপিএফের খরচ ফেরানোর প্রস্তাব রয়েছে। এই ক্ষেত্রে যোগ্য কর্মীদের জন্য নিয়োগকর্তার জমা দেওয়া অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ফেরানো হবে পাঁচ বছর ধরে। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সরাসরি কর্মসংস্থান বজায় রাখতে হবে। নীতিতে চিহ্নিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকায় অন্তত ২০০ জন, অন্য এলাকায় অন্তত ৪০০ জনকে সরাসরি কাজে রাখতে হবে। এই শ্রেণির প্রতিটি ইউনিটের জন্য বছরে সহায়তার সর্বোচ্চ সীমা ১০ কোটি টাকা। বড় শিল্পের এই ধারায় মহিলা বা রূপান্তরকামী কর্মীদের জন্য আলাদা করে ১০০ শতাংশ ফেরতের উল্লেখ নেই। কারখানা চালুর পরে কর্মীদের বেতনের পাশাপাশি প্রভিডেন্ট ফান্ডেও নিয়ম মেনে টাকা জমা দিতে হয় নিয়োগকর্তাকে। সেই খরচের একাংশ সরকার ফেরালে

দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছেও পূজিতা হাওড়ার হাজারহাত কালীমাতা

হাওড়া, ৪ নভেম্বর ঃ দেবী এখানে নীলবর্ণের। বাহন সিংহের ওপরে তাঁর ডান পা। দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছেও পূজিত হন হাওড়ার এই কালীপ্রতিমা। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের শুক্রবারে পুজো দিয়ে থাকেন দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার। হাওড়ার হাজারহাত কালী।শিবপুর ওলাবিবিতলায় হাজারহাত কালীমন্দিরের সূচনা হয় ১৮৮০ সালে। লোকশ্রুতি, এখানকার মুখোপাধ্যায় বাড়ির ছেলে তান্ত্রিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মা চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে কালীর ওই রূপ দেখতে পান।চন্ডীপুরাণ অনুযায়ী অসুর বধের সময়ে দেবী দুর্গা অনেক রূপ ধারণ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম তাঁর হাজার হাতের রূপ। কাত্যায়নী, মহামায়ার পরেই অসুর নিধন করতে আসেন হাজার হাত রূপী মা কালী। চন্ডীর ২২-তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে এই রূপের।জানা যায়, মন্দির তৈরির সাধ থাকলেও সামর্থ ছিল না তান্ত্রিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। সেসময়ে মন্দির নির্মাণে এগিয়ে আসেন স্থানীয় হালদার পরিবার। এগিয়ে আসেন অন্যান্য স্থানীয় বাসিন্দারাও। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন প্রতিষ্ঠা হয় হাজারহাত কালীমন্দির।এখানে পুজো হয় তন্ত্রমতে। কিন্তু বলি প্রথা ছিল না কোনওদিনই। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৬টা, দুপুর ২টা ও রাত সাড়ে ৮টায় পুজো হয়। আর প্রসাদ বিতরণ হয় বিকেলে ও রাতে আরতির পর। নিত্যপূজার পাশাপাশি বুদ্ধ পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠা দিবসে ও কালীপুজোর দিন হয় বিশেষ পুজো। এই মন্দিরের সেবায়েত বংশানুক্রমে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্যরাই।লোকশ্রুতি, দেবীর হাজার হাত নাকি গোনা যায় না। এক ব্যক্তি তা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। স্থানীয়দের মতে, এই মন্দির খুবই জাগ্রত। ভক্তিভরে কিছু চাইলে মা কালী কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না।

সুস্থ হয়ে উঠেছেন শরদ পওয়ার, বুধে ছুটি পেলেন পুণের হাসপাতাল থেকে



পুণে, ৪ নভেম্বর ঃ শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় পুণের রুবি হল ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেলেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি-এসপি)-র প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রবীণ রাজনীতিক শরদ পাওয়ার। বুকে ব্যথা ও কাশির সমস্যার কারণে দু'দিন আগে, গত সোমবার তাঁকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল।হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল রয়েছে। চিকিৎসকদের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর বুধবার সকালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে আপাতত কয়েকদিন তাঁকে পর্যাপ্ত বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শরদ পওয়ার এখন অনেকটাই ভালো আছেন।শরদ পওয়ারের পারিবারিক বন্ধু বিঠল মানিয়ার বলেন, তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভালো কোনও গুরুতর সমস্যা নেই। দুদিন আগে তাঁর কাশি ও কিছুটা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সবসময়ই খুব সচেতন, তাই তিনি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার (চেক-আপ) জন্য এসেছিলেন। সব পরীক্ষার রিপোর্টই ভালো এসেছে-সেখানে উদ্বেগের মতো কিছুই নেই। ওই সমস্যাগুলোর জন্য তাঁর কিছু চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল, আর সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশজুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টির ছক কংগ্রেসের, নির্বাচন কমিশনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টাঃজেপি নাড্ডা

ভোপাল, ৪ নভেম্বর ঃ বিরোধী দল ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বিজেপি-র প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা অভিযোগ করেছেন, বিরোধীরা দেশে পরিকল্পিতভাবে অস্থিরতা তৈরির চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। বুধবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' পদযাত্রায় অংশ নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। পদযাত্রায় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি হেমন্ত খান্ডেলওয়াল।পদযাত্রার সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা বলেন, বিরোধী শিবির, তথাকথিত 'ইন্ডি' জোট এবং কংগ্রেস পার্টি বর্তমানে যে ধরনের চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ প্রদর্শন করছে, তা আসলে



দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এক সুপরিকল্পিত ও কুসিত অপচেষ্টা। তিনি বলেন, বছরের পর বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের যে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, কংগ্রেস আজ সেই বিশ্বাসে চিড় ধরাতে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। দেশবাসীকে এই ষড়যন্ত্রের গভীরতা ও স্বরূপ ভালো করে বুঝতে হবে।জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করার তীব্র নিন্দা জানিয়ে নাড্ডা বলেন, ভারতের নির্বাচন কমিশন দীর্ঘ কয়েক দশকের নিষ্ঠাবান কাজের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সমীহ ও স্বীকৃতি আদায় করেছে। কিন্তু কংগ্রেস এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করার অস চক্রান্তে মেতেছে। তিনি সুর চড়িয়ে দাবি করেন, বিরোধীদের এই আচরণের নেপথ্যে কোনও মহ উদ্দেশ্য নেই তাদের সঙ্গে জনগণের কোনও সমর্থন নেই বলেই তারা এমন হতাশাজনক পদক্ষেপ নিচ্ছে। আগামী ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে তাদের আর কোনও জায়গা হবে না বুঝতে পেরেই নির্বাচন কমিশনের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে।

এসআইআর নিয়ে উত্তর কলকাতায় সর্বদলীয় বৈঠক, ৩৯টি ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরের প্রস্তাব কমিশনের



কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃস্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে গত মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক করলেন উত্তর কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক স্মিতা পাণ্ডে। বৈঠকে বিজেপি, কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের কোনও প্রতিনিধি হাজির ছিলেন না। বৈঠকে ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাস-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।স্মিতা পাণ্ডে জানান, আগামী ১৩ নভেম্বরের মধ্যে ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে মোট ৩৯টি নতুন ভোটকেন্দ্র তৈরি এবং কয়েকটি ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরের প্রস্তাব রাজনৈতিক দলগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে আগামী ১০ নভেম্বরের মধ্যে তা জানাতে হবে। বর্তমানে উত্তর কলকাতায় মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ১,৮৩৫। প্রয়োজনে এই সংখ্যা বাড়তে পারে।তিনি আরও জানান, আগামী ২৩ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। ২৮ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি জানানোর সুযোগ থাকবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২০২৭ সালের ১৬ জানুয়ারি।এছাড়া কাশীপুর-বেলগাছিয়া ও মানিকতলা বিধানসভা এলাকায় তিনটি নতুন বহুতলকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব এসেছে। এ নিয়েও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান জেলা নির্বাচনী আধিকারিক।

অন্ধ্রপ্রদেশে জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব, চন্দ্রবাবুকে ফোন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও অমরাবতী, ৪ নভেম্বরঃ অন্ধ্রপ্রদেশে এক সপ্তাহের ব্যবধানে আছড়ে পড়া জোড়া ঘূর্ণিঝ। 'অর্ণব' ও 'মুরাসুর' বিধ্বংসী প্রভাব এবং ক্ষয়ক্ষতির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নায়ডুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি এবং দুর্গতদের ত্রাণ বিলির বিশদ তথ্য নেন তিনি।টেলিফোনিক কথোপকথনে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু ঘূর্ণিঝ। দু'টির জেরে রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিত ভাবে জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রবল বর্ষণ এবং ঝোড়ো হাওয়ার কারণে রাজ্যের কৃষকরা বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। ধান ও অর্থকরী ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে রাস্তাঘাট, সেতু এবং বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। সার্বিক পরিকাঠামো পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁাতে কেন্দ্রের কাছ থেকে জরুরি ভিত্তিতে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী।দুর্যোগপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকারের তপর ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুর প্রশাসনিক সতর্কতা এবং দক্ষতার সাধুবাদ জানান তিনি। একই সঙ্গে দুর্গতদের সহায়তা এবং ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে রাজ্যকে প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী।

মাদকমুক্ত পঞ্জাবের প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ এএপি সরকারঃরাহুল গান্ধী

সঙ্গরুর (পঞ্জাব), ৪ নভেম্বর ঃ পঞ্জাবে মাদক সন্ত্রাস, গ্যাংস্টারদের দৌরাত্ম্য এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে আম আদমি পার্টি (এএপি) এবং মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মানের খাসতালুক সঙ্গরুরে কংগ্রেস আয়োজিত 'ইনসাফ র‍্যালি'তে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, পঞ্জাবকে মাদকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও এএপি সরকার তা নির্মূল করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী অতীতের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, বহু বছর আগে তিনি যখন প্রথম পঞ্জাবে এসেছিলেন, তখনই রাজ্যে মাদকের ভয়াবহ বিস্তার নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। সেই সময় বিজেপি ও অকালি দল-সহ বিরোধীরা তাঁর বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছিল যে রাহুল গান্ধী পঞ্জাব সম্পর্কে কিছুই বোঝেন না এবং রাজ্যে কোনও মাদকের সমস্যা নেই।রাহুল বলেন, পঞ্জাবের যুবসমাজকে



বাঁচাতে হলে কলকারখানা, নতুন শিল্প স্থাপন এবং কৃষিক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়োজন। তা না হলে রাজ্যে মাদকাসক্তি এবং গ্যাংস্টার সংস্কৃতিরই বিস্তার ঘটবে এবং রাস্তায় প্রকাশ্যে গুলির লড়াই চলবে।আম আদমি পার্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস নেতা বলেন, পঞ্জাবের মানুষ ভগবন্ত মান ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের ওপর ভরসা করে তাঁদের ক্ষমতায় এনেছিলেন। দলটির মূল প্রতিশ্রুতিই ছিল পঞ্জাবকে মাদকমুক্ত করা। কিন্তু বাস্তবে পঞ্জাবের কোনও একটি কোণ থেকেও এএপি সরকার মাদক নির্মূল করতে পারেনি। এই সরকার মাদক সন্ত্রাস বন্ধ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম বলে সুর চড়ান রাহুল গান্ধী।

অক্টোবরে সর্বোচ্চ পরিমাণ পণ্য পরিবহনে রেকর্ড ভারতীয় রেলের

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বরঃ ভারতীয় রেল চলতি বছরের অক্টোবরে এযাব সর্বোচ্চ পরিমাণ পণ্য পরিবহন করেছে, যার পরিমাণ ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টনেরও বেশি। গত বছরের একই মাসের তুলনায় এটি আট শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি। পণ্য পরিবহনের এই উচ্চ হার এবং তা থেকে অর্জিত আয়-দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করা ও লজিস্টিকস সেক্টরকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলের প্রচেষ্টাকেই প্রতিফলিত করে।খাদ্যশস্য পরিবহনের পরিমাণ ২৬ শতাংশেরও বেশি, অভ্যন্তরীণ কয়লা ১৬ শতাংশ, ক্লিংকার ১০ শতাংশেরও বেশি এবং আকরিক লোহা পরিবহনের পরিমাণ পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির বর্ধিত চাহিদা মেটাতে ভারতীয় রেল অক্টোবর মাসে প্রতিদিন গা৫ প্রায় ৪৭০টি রেক (ট্রেন) সরবরাহ করে অভ্যন্তরীণ কয়লা পরিবহন জোরদার করেছে।

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদন

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর ঃ উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরোহিত্যে গত মঙ্গলবার বিকেলে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই সমস্ত নতুন প্রকল্পের আওতায় দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য, পরিবহণ, ক্রীড়া, পর্যটন এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় স্থানগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী ৯ ডিসেম্বর ২০২৭ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পং মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (শিলান্যাস) করবেন। এর পাশাপাশি দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক এবং শিলিগুড়ির সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো সংস্কার, আধুনিকীকরণ এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাবেও সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই সময়োচিত সিদ্ধান্তের ফলে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ স্থানীয় স্তরেই আরও উন্নত চিকিসা পরিষেবা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নত করতে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ কিলোমিটার পথ জুড়ে এক বিশাল রোপওয়ে প্রকল্পে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই পরিবেশবান্ধব প্রকল্পটি চালু হলে পাহাড়ে পরিবহণের বিকল্প মাধ্যম গড়ে ওঠার পাশাপাশি জাতীয় সড়কের ওপর তীব্র যানজটের চাপ বহুলাংশে কমবে এবং দেশি-বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।ক্রীড়া ক্ষেত্রে পাহাড়ের উদীয়মান প্রতিভাদের তুলে ধরতে বিখ্যাত লেবং গ্রাউন্ডকে একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক স্টেডিয়াম হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এখানে ক্রীড়াবিদদের জন্য যাবতীয় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে, যা স্থানীয় যুবসমাজকে খেলাধুলোর জগতে এগিয়ে যেতে বিশেষ অনুপ্রেরণা জোগাবে।এছাড়াও, দার্জিলিংয়ের অত্যন্ত পবিত্র ও ঐতিহাসিক মহাকাল মন্দির প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যায়ন, পরিকাঠামোগত সামগ্রিক বিকাশ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার পরিচালিত সমস্ত পর্যটন লজ-এর জরুরি সংস্কার ও আধুনিকীকরণেরও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা বৈঠকে অনুমোদিত এই সমস্ত বহুমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র উত্তরবঙ্গে মৌলিক পরিকাঠামোর ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি পর্যটন, কর্মসংস্থান ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অভূতপূর্ব জোয়ার আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে উপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে এই বিশাল উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, সরকারের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলির ফলে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন।অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ সফরকালে বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানের প্রায় ১৯ হাজার শ্রমিকের জন্য দীপাবলি উপলক্ষে আর্থিক সহায়তা ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের বড়সড় ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে তিনি জানান, বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা এবং প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী দেওয়া হবে। উত্তরকন্যায় আয়োজিত এক বিশেষ প্রশাসনিক কর্মসূচি থেকেই এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সূচনা করা হবে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মাসে অন্তত দু'বার এই অঞ্চল সফর করবেন। সেই কথা রাখতেই তিনি নিয়মিত আসছেন। সফরকালে কেবল প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা নয়, বরং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তব পরিস্থিতি ও অগ্রগতিও সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তিনি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।নিজের আগামী কর্মসূচি সংক্রান্ত বিবরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ১৮ নভেম্বর তিনি আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে অনুষ্ঠিত হতে চলা ভগবান বীরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী ও 'জনজাতীয় গৌরব দিবস'-এর অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থাকবেন। এর পর ২৪ নভেম্বর কোচবিহারে পৌঁছে ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রের দলীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে এবং দেশব্যাপী ১০০টিরও বেশি বিশাল র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিলিগুড়িতেও এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল বের হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরকন্যা থেকে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত এই প্রকল্পের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু নতুন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির সূচনা করা হবে।

ব্যালটে থাকলে বিপুল ব্যবধানে জিততাম, প্রতিক্রিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের



ওয়াশিংটন, ৪ নভেম্বর ঃ আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল ও ডেমোক্র্যাট শিবিরের আক্রমণ নিয়ে এবার মুখ খুললেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে সামাজিক মাধ্যমে তিনি দাবি করেছেন, এই নির্বাচনে তিনি নিজে কোনল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন না ব্যালটে তাঁর নাম থাকলে রিপাবলিকানরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ঐতিহাসিক জয় পেত।ট্রাম্প এক বার্তায় লেখেন, আমি তো ব্যালটেই ছিলাম না। আর যদি আমি থাকতাম, তবে আমরা বিপুল ব্যবধানে (ল্যান্ডস্লাইড) জয়লাভ করতাম! এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের আশানুরূপ ফল না হওয়া এবং ডেমোক্র্যাটদের প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পের এই মন্তব্য মার্কিন রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

কামালগাজিতে চাল ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে ইডি-র তল্লাশি

কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃ রাজ্যে ফের সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এবার হাওয়ালা মারফত কোটি কোটি টাকা পাচার ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির এক চাল ব্যবসায়ীর বাড়ি ও দফতরে একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করলেন ইডি-র আধিকারিকরা। বুধবার সকালে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার কামালগাজিতে ব্যবসায়ী শ্যামল ব্যাপারীর বাড়িতে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি দল। একই সঙ্গে তাঁর বাণিজ্যিক দফতরেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অসমের গুয়াহাটির একটি আর্থিক তছরুপ ও প্রতারণার মামলার সূত্র ধরেই এই তল্লাশি অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। অভিযোগ, পেশায় চাল ব্যবসায়ী হলেও ব্যবসার আড়ালে সাইবার প্রতারণা চক্রের সঙ্গে যোগসাজশ গড়ে তুলেছিলেন শ্যামল ব্যাপারী। সেই সাইবার প্রতারণার মাধ্যমে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা হাওয়ালা চ্যানেলের সাহায্যে বিভিন্ন জায়গায় পাচার ও তছরুপ করা হতো বলে কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে।এদিন সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দিয়ে পুরো বাড়ি ও অফিস এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করেন আধিকারিকরা। বাজেয়াপ্ত নথিপত্র, ব্যাংকের লেনদেন এবং ব্যবসার আড়ালে চলা আর্থিক লেনদেনের উৎস খতিয়ে দেখতে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।

কাঁকসায় পুলিশকর্মীর গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার, মৃত্যুর কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা তদন্তে পুলিশ

কাঁকসা, ৪ নভেম্বর ঃ নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের এক পুলিশকর্মী। মঙ্গলবার রাতে পাণ্ডবেশ্বরের পানাগড় বাইপাস সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত পুলিশকর্মীর নাম সঞ্জয় জানা। তবে কী কারণে তিনি এমন চরম পদক্ষেপ নিলেন, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার রাতেও ডিউটিতে ছিলেন সঞ্জয় জানা। তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লরিগুলি সরানোর কাজ করছিলেন। সেই সময় সহকর্মীরা একটি লরির আড়ালে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।কাছে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান, ঘটনাস্থল রক্তে ভেসে যাচ্ছে এবং সঞ্জয়ের মাথায় গুলির আঘাত রয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এই ঘটনার পর পুলিশ মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকা খতিয়ে দেখেন। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ফরেনসিক দলকেও ডাকা হয়েছে।কী কারণে ওই পুলিশকর্মী নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে গুলি চালালেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

নেপালের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির



নয়াদিল্লি ও কাঠমান্ডু, ৪ নভেম্বর ঃ ভারত ও নেপালের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে বুধবার নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানালের সঙ্গে বুধবার বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রী। কাঠমান্ডুতে নেপালের বিদেশ মন্ত্রকে এই সৌজন্য সাক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।বৈঠকে দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বহুমুখী অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা হয়।দু'দিনের নেপাল সফরে বুধবার কাঠমান্ডু পৌঁছন ভারতের বিদেশসচিব। নেপালের বিদেশসচিব অমৃতবাহাদুর রাইয়ের আমন্ত্রণে তাঁর এই সফর। এদিনই রাইয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসার কথা রয়েছে বিক্রম মিশ্রির।উল্লেখ্য, নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের ভারত সফরের কথা রয়েছে। সেই সফরের প্রস্তুতি এবং দুই দেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়টি বিক্রম মিস্রির নেপাল সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে মনে করা হচ্ছে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার তাঁর দিল্লি ফেরার কথা।

রাশিফল

মেষঃ এ

শহর ও শহরতলী

কালীপুজোয় বিশেষ আকর্ষণ জয়নগরের ধন্বন্তরী কালীমা, রোগমুক্তির আশায় আজও দেবীর দ্বারস্থ ভক্তরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ আলোর উৎসব দীপাবলি আর শক্তির আরাধনা কালীপুজো। অমাবস্যার ঘন অন্ধকার দূর করে আলোর বার্তা নিয়ে হাজির হয় এই উৎসব। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে ও কালীপুজোকে ঘিরে থাকে বাড়তি উন্মাদনা। তবে জয়নগরের কালী পুজোর প্রসঙ্গ উঠলেই বিশেষ ভাবে উঠে আসে প্রাচীন ধন্বন্তরী কালীমায়ের মন্দিরের কথা।কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্য, সাধনভূমির ইতিহাস এবং নানা লোক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আজও এই মন্দিরের আকর্ষণ অমলিন।কালী পুজোর বিশেষ তিথিতে দেবীর আরাধনা ও দর্শনের জন্য বহু ভক্তের সমাগম ঘটে এই মন্দিরে।স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় চারশো বছরেরও বেশি প্রাচীন এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সাধক ভৈরবানন্দের নাম। কথিত আছে, একসময় এই এলাকা ছিল ঘন জঙ্গল ও শ্মশান ভূমি। সেই নির্জন পরিবেশে তন্ত্রসাধনায় মগ্ন থাকতেন সাধক ভৈরবানন্দ। একদিন দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে পাশের পদ্মপুকুর থেকে নিজের বিগ্রহ উদ্ধারের নির্দেশ দেন। সেই স্বপ্নাদেশ মেনেই পুকুর থেকে কালো পাথরের কালীমূর্তি উদ্ধার করে একটি পর্ণকুটিরে দেবীর পুজো শুরু করেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দেবীর পুজোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রোগমুক্তির নানা প্রচলিত কাহিনি। জনশ্রুতি, দেবীর কৃপায় এক বিশেষ ওষুধের সন্ধান পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সেই ওষুধ সেবনে বাত-সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় উপকার মিলত বলে বিশ্বাস করা হয়। ধন্বন্তরী দেবতার মতো রোগ নিরাময়ের সঙ্গে দেবীর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তিনি পরিচিত হন ধন্বন্তরী কালী নামে। সেই থেকেই ভক্তদের কাছে দেবী শুধু শক্তিরূপেই নন, রোগহারিণী হিসেবেও বিশেষভাবে পূজিত হয়ে আসছেন। যদিও এই সমস্ত কাহিনি স্থানীয় লোকবিশ্বাস ও প্রচলিত জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল। কালীপুজোর দিন মন্দিরে দেবীর বিশেষ আরাধনার আয়োজন করা হয়। নিয়ম-নীতি মেনে পুজো, ফুল, মালা ও নানা উপাচারে দেবীকে সাজিয়ে তোলা হয়। সন্ধ্যা নামতেই প্রদীপ ও আলোর সাজে মন্দির চত্বর এক অন্য রূপ ধারণ করে।দেবীর দর্শন ও পুজো দিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকেও বহু ভক্ত ছুটে আসেন।মঙ্গলবার, শনিবার ও কালীপুজোর রাতে এখনো পাঁঠা বলি হয় নিয়ম মেনে।ভক্তদের বিশ্বাস, নিষ্ঠাভরে ধন্বন্তরী কালীমায়ের কাছে প্রার্থনা জানালে মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং দেবীর আশীর্বাদে জীবনের নানা বাধা-বিপত্তি দূর হয়।এই মন্দিরের বিশেষত্ব শুধু কালীপুজোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।বৈশাখ মাসে পক্ষকাল ব্যাপী 'বেশের মেলা' এই মন্দিরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন দেবীকে বিভিন্ন সাজে সাজানো হয়। প্রতিদিন দেবীর আলাদা আলাদা রূপ দর্শনের সুযোগ পান ভক্তরা। এই উসবকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরে বসে মেলা। ধর্মীয় আচার, ঐতিহ্য এবং মানুষের আবেগ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় সেখানে।এছাড়াও অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে মন্দিরে নিয়মিত ভক্তসমাগম হয়। শনি ও মঙ্গলবারও বহু মানুষ দেবীর পুজো দিতে আসেন। মঃিদরের পাশেই রয়েছে প্রাচীন শিবমন্দির, যা এই ধর্মীয় প্রাঙ্গণের ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।জয়নগর মজিলপুর রেল স্টেশনের কাছেই অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী মন্দির। ফলে ট্রেনপথে সহজেই এখানে পৌঁছতে পারেন দর্শনার্থীরা। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, বদলেছে এলাকার চেহারা, কিন্তু ধন্বন্তরী কালীমাকে ঘিরে মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তিতে এতটুকু ভাটা পড়েনি।কালী পুজোর আলোয় তাই জয়নগরের এই প্রাচীন মন্দির হয়ে ওঠে ভক্তি, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির এক বিশেষ মিলনক্ষেত্র।

চিত্রশিল্পী কৈলাস পুরকাইত ভূষিত হলেন বঙ্গরত্নে



মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়াঃ পাবলিক ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের পূর্ব তপনার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কৈলাস পুরকাইত বঙ্গরত্নে ভূষিত হয়েছেন। পুরস্কৃত হবার পর চিত্রশিল্পী কৈলাস পুরকাইত বলেন, শিক্ষা ও শিল্পচর্চায় আমার পরিশ্রম ও অবদানকে রাজ্য-স্তরের বঙ্গ রত্ন সম্মানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটা সত্যিই গর্বের বিষয়। এর আগেও আমি ন্যাশনাল আইকন অ্যাওয়ার্ড সম্মানের সম্মানিত হয়েছি, ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড,ম্যাজিক বুক অফ রেকর্ড,ন্যাশনাল এক্সিলেন্স এওয়ার্ড,রবীন্দ্রনাথ টেগর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি এছাড়াও তৎকালীন সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে রাজ্য চারুকলা পরিষদ আয়োজিত প্রয়াত চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরীর হাত থেকেও আমি পুরস্কৃত হয়েছি । দীর্ঘ ২৫ বৎসর এই সমস্ত ছবি আঁকার স্কুল চালিয়ে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু ছবি আঁকা না তার সঙ্গে হস্তশিল্প সামাজিক যে সমস্ত সোশ্যাল ওয়ার্ক এর মধ্য দিয়েই জীবনকে অতিবাহিত করেছি। সত্যিই এটা আমার গর্বের বিষয় এতগুলো অ্যাওয়ার্ড এচিভমেন্ট এটা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া, জানি জন্মিলে মরিতে হবে অমর কেউ নাই রবে! ভেবে দেখো এই দুনিয়ায়,তাই জীবনে যে কটা দিন বেঁচে আছি যেন এই শিল্প-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে জীবনটাকে অতিবাহিত করতে পারি এবং আগামী প্রজন্মের কাছে যেন আমি এই বঙ্গ সন্তানের সন্তান হয়েও সাধারণ ফ্যামিলি থেকে বিলং করেও তাদের কাছে বর্ণপরিচয়ের আঁকার শিক্ষক হয়েই জীবনটাকে অতিবাহিত করতে পারি।

হাওড়ার রাজপথে বিজেপির মহামিছিল, এসআইআর বিতর্কে বিরোধীদের জবাব চাইলেন বিপ্লব দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,৪ নভেম্বর ঃ এসআইআর -কে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরের আবহেই এবার হাওড়ার রাজপথে মহামিছিল করল বিজেপি। 'বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার দুপুরে শিবপুরের কাজীপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মহামিছিলের আয়োজন করে হাওড়া ও হুগলি জেলা বিজেপি সংগঠন। সেই মিছিল থেকেই এসআইআর ইস্যুতে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে একযোগে নিশানা করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। তাঁর অভিযোগ, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অকারণে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিরোধীরা। বিশেষ করে রাহুল গান্ধী, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং 'ইন্ডি জোটকে এই প্রচারের জবাব দিতে হবে। বিপ্লব দেবের বক্তব্য, বাংলার মানুষ এসআইআর-এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই এই প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁদের নতুন করে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। বরং বিরোধীরা কেন এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তা স্পষ্ট করা উচিত। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি মৃত ভোটার, একাধিক জায়গায় নাম থাকা এবং অনুপস্থিত ভোটারদের নামে ভোট পড়ার অভিযোগও তোলেন। তাঁর দাবি, অতীতের এই ধরনের অনিয়মের কারণেই নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার প্রয়োজন রয়েছে। এদিনের বক্তব্যে শুধু এসআইআর নয়, রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা যায় বিজেপি নেতার গলায়। তিনি দাবি করেন, আগেই বলেছিলাম ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসা ও অরাজকতার অবসান ঘটবে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, যাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এখন নেই তাদের নিয়ে আলোচনা না করে রাজ্যের উন্নয়ন, পরিকাঠামো এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিয়ে এখন আলোচনা হওয়া উচিত। অন্যদিকে, ত্রিপুরায় বিএসএফের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেও সরব হন বিপ্লব দেব। ঘটনাটিকে লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে তিনি জানান, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে রাতের মধ্যেই এই ঘটনায় আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচিতে বিপ্লব দেবের উপস্থিতি এবং তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে বিজেপি যে বিরোধীদের বিরুদ্ধে পাল্টা রাজনৈতিক প্রচারে নামতে চাইছে, সেই বার্তাই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বাস-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশু-সহ জখম ২৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রামঃ যাত্রীবোঝাই বাস ও পণ্যবাহী লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশু-সহ জখম হলেন ২৬ জন। আহতদের মধ্যে বাস ও লরির দুই চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের কলাবনী জঙ্গলে কংসাবতী ক্যানাল সংলগ্ন এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঝিলিমিলি-দীঘা রুটের একটি যাত্রীবাহী বাস ঝাড়গ্রাম থেকে যাত্রী নিয়ে দীঘার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় লোধাশুলির দিক থেকে একটি পণ্যবাহী লরি ঝাড়গ্রামের দিকে আসছিল। কলাবনী জঙ্গলের কংসাবতী ক্যানাল সংলগ্ন এলাকায় দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসযাত্রীদের অভিযোগ, বাসটি দ্রুত গতিতে চলছিল। উল্টো দিক থেকে আচমকা লরিটি সামনে চলে আসায় বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এর জেরেই লরিটির সঙ্গে বাসের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে।দুর্ঘটনায় বাস ও লরির চালক-সহ মোট ২৬ জন আহত হন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম বাসচালক বছর সাঁইত্রিশ এর ভক্তরঞ্জন পালের বাড়ি বেলপাহাড়ির বাঁশপাহাড়ি অঞ্চলের নেগুড়িয়া গ্রামে। লরিচালক বছর চল্লিশের মহম্মদ আসামের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করেন।

ছট পুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল

নিজস্ব সংবাদদাতা , কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃ আসন্ন ছট পুজোকে সামনে রেখে কলকাতা ও হাওড়ার গঙ্গার ঘাটগুলির নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। বুধবার স্পিড বোটে একাধিক ঘাট পরিদর্শন করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন পুর প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, আইএএস আধিকারিক স্মিতা পাণ্ডে, প্রশাসনিক কর্তারা এবং কলকাতা ও হাওড়ার কমিশনাররা। পরিদর্শনে ঘাট সংলগ্ন এলাকায় জমে থাকা আবর্জনা দ্রুত পরিস্কারের নির্দেশ দেন পুরমন্ত্রী। তিনি জানান, ছট পুজোয় কোনও বাধা থাকবে না। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে ঘাটে আলো, চেঞ্জিং রুম, বায়ো-টয়লেট, পুলিশি নিরাপত্তা ও বাঁশের ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি ভাঙা ঘাট সংস্কার ও সিঁড়ি প্রশস্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। শুধু উৎসবের প্রস্তুতি নয়, মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভের আদলে কলকাতা ও হাওড়ার গঙ্গার দুই তীরে রিভারফ্রন্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য। গঙ্গার দূষণ নিয়ন্ত্রণ, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি এবং ঐতিহাসিক ঘাট ও মন্দিরগুলির সৌন্দর্য সংরক্ষণেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান পুরমন্ত্রী। এনিয়ে শীঘ্রই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে।

মেরতলায় যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠাল পুলিশ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ৪ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ ব্লকের মেরতলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মেরতলা গ্রামে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ ঘোষ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে নিজের বাড়িতেই ওই যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, তিনি বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়ে আজ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পরিবার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রসেনজিৎ ঘোষ জন্ম থেকেই বাকপ্রতিবন্ধী ছিলেন। তবে কী কারণে তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকায়।

মালদা টাউন ও শাকুরবস্তির মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃ উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, পূর্ব রেল মালদা টাউন ও শাকুরবস্তির মধ্যে একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৩৪৩৯ মালদা টাউন - শাকুরবস্তি স্পেশাল ট্রেনটি ১০.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১০৫০টায় মালদা টাউন থেকে ছো়ে পরের দিন বিকেল ৫.০০টায় শাকুরবস্তি পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৩৪৪০ শাকুরবস্তি - মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি ১১.১১.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৬.৫০টায় শাকুরবস্তি থেকে ছেড়ে তৃতীয় দিন রাত ১.৪৫টায় মালদা টাউন পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি পূর্ব রেলের আওতাধীন নিউ ফরাক্কা, বরহরওয়া, সাহেবগঞ্জ, কাহালগাঁও, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর ও অভয়পুর স্টেশনে থামবে।এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (ক্সধবঃঃশুঙ্গুজড ক্ষরুরুনাঢঞং ক্টউজ্বৎ), স্লিপার শ্রেণি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা থাকবে। এই বিশেষ ট্রেনটির টিকিট বুকিংয়ের তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

গোসাবা থানার উদ্যোগে মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগরঃ মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগী হল এবার বারুইপুর পুলিশ জেলার গোসাবা থানার পুলিশ। বুধবার গোসাবা থানার উদ্যোগে আয়োজিত হল মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন গোসাবা থানার ওসি সনাতন কর্মকার সহ একাধিক পুলিশ কর্মী,সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ সাধারণ মানুষ। এদিনের এই কর্মসূচির মাধ্যমে মাদক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব, যুবসমাজের উপর এর কুপ্রভাব এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়। বিশেষ করে যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে দূরে রাখতে এবং সুস্থ সমাজ গঠনে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের বার্তা দেওয়া হয়।আয়োজকদের পক্ষ থেকে

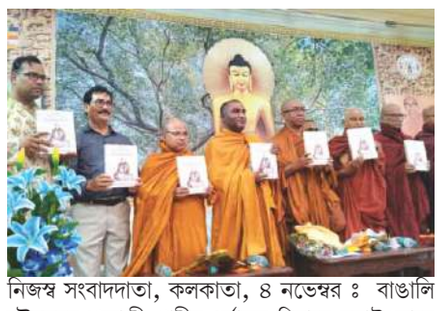
২০১৩ সালের মারপিঠের মামলায় জয়নগরে গ্রেফতার তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৪ নভেম্বর ঃ ২০১৩ সালের মারপিঠের ঘটনার মামলায় আদালত অবমাননার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে নিজেদের বাড়ি থেকেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। বুধবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সৌমেন পুরকাইত, মৃদুল পুরকাইত ও সুদীপ পুরকাইত। তাঁদের বাড়ি বকুলতলা থানার অন্তর্গত তুলসিঘাটা এলাকায়। ২০১৩ সালের মারপিঠের ঘটনার মামলাকে কেন্দ্র করে তিনজনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছিল।

সবুজ বাজির মোড়কে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি? ঘণ্ড কোড স্ক্যান করলেই মিলবে আসল-নকলের হদিস

নিজস্ব সংবাদদাতা , কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃ কালীপুজো ও দীপাবলির আগে শহরে নিষিদ্ধ শব্দবাজির কারবার রুখতে অভিনব উদ্যোগ কলকাতা পুলিশের। সবুজ বাজির মোড়কে অবৈধ ও নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রির অভিযোগ সামনে আসতেই এবার হাতিয়ার ঘণ্ড কোড। নির্দিষ্ট ঘণ্ড কোড স্ক্যান করলেই মোবাইলের স্ক্রিনে দেখা যাবে ১,৭০০টি বৈধ সবুজ বাজির তালিকা। ফলে ক্রেতারা সহজেই যাচাই করতে পারবেন কোন বাজি বৈধ, আর কোনটি নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, শহরের বিভিন্ন বাজি বাজার থেকে শুরু করে পুলিশের টহলদারি দল-সর্বত্রই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এই ঘণ্ড কোড। দীপাবলি মানেই আলো, আনন্দ এবং উসবের আমেজ। তবে উসবের আনঃদের মাঝেই যাতে নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপটে পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের সমস্যা না বাড়ে, তার জন্য প্রতি বছরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে প্রশাসন। বিশেষ করে কালীপুজো ও দীপাবলির সময় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এবার সেই সমস্যা মোকাবিলায় প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশের নজরে এসেছে, সবুজ বাজির মোড়ক ব্যবহার করে নিষিদ্ধ শব্দবাজি পাচার ও বিক্রির চেষ্টা হতে পারে। বাইরে থেকে দেখে অনেক সময় বোঝার উপায় থাকে না, কোনও বাজি সত্যিই অনুমোদিত সবুজ বাজি, নাকি তার মোড়কের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। এই সমস্যা মোকাবিলায় কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ ঘণ্ড কোড। সেটি স্ক্যান করলেই মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে ১,৭০০টি বৈধ সবুজ বাজির নামের তালিকা। ফলে ক্রেতা থেকে শুরু করে পুলিশকর্মী-সকলেই সহজে তালিকা দেখে বাজির বৈধতা যাচাই করার সুযোগ পাবেন। লালবাজারের ধারণা, নকল সবুজ বাজি শনাক্ত করতে এই উদ্যোগ যথেষ্ট কার্যকর হতে পারে। শহরের প্রত্যেকটি বাজি বাজারের বিভিন্ন জায়গায় এই ঘণ্ড কোড লাগানো থাকবে। ফলে বাজি কিনতে গিয়ে ক্রেতাদের আর অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে না।শুধু সাধারণ ক্রেতাদের জন্য নয়, টহলরত পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের হাতেও পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বৈধ সবুজ বাজির তালিকা। কোনও জায়গায় সন্দেহজনক শব্দবাজি ব্যবহারের অভিযোগ উঠলে দ্রুত তালিকা মিলিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারবেন তাঁরা। পুলিশের মতে, কালীপুজো বা দীপাবলির আগে থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় বাজির শব্দ শোনা যায়। কিন্তু দূর থেকে শব্দ শুনে সেটি বৈধ সবুজ বাজি, নাকি নিষিদ্ধ শব্দবাজি, তা চিহ্নিত করা কঠিন। ফলে নজরদারির সময় পুলিশকে বিশেষ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঘণ্ড কোডের মাধ্যমে অনুমোদিত বাজির তালিকা হাতে থাকলে সংদেহজনক বাজি সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে যাচাই করা অনেক সহজ হবে বলে মনে করছে লালবাজার। শুধু ঘণ্ড কোডেই থেমে থাকছে না কলকাতা পুলিশ। শহরে নিষিদ্ধ বাজি ঢোকা আটকাতে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। দিন ও রাত-দু'সময়েই চলছে নাকা তল্লাশি। পুলিশের নজরে রয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হঠা গজিয়ে ওঠা বাজির দোকানগুলিও। কারণ, নির্দিষ্ট বাজি বাজার ছাড়া অন্যত্র বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ। তাই কালীপুজো ও দীপাবলির আগে কোথাও বেআইনিভাবে বাজি বিক্রি হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশকর্মীরা। নিষিদ্ধ বাজির ব্যবহার বন্ধ করতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর উপরেও জোর দিচ্ছে লালবাজার। সেই উদ্দেশ্যে প্রায় ৯০ হাজার পোস্টার ও লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি ও হিঃিদ-এই তিন ভাষায় তৈরি রঙিন পোস্টার ও লিফলেট কলকাতা পুলিশের দশটি ডিভিশনে পাঠানো হচ্ছে। সেখানে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র অনুমোদিত সবুজ শব্দবাজি ও সবুজ আলোর বাজি ব্যবহার করা যাবে। নিষিদ্ধ বাজি ফাটানো থেকে বিরত থাকার আবেদনও জানানো হয়েছে। কত ডেসিবেল পর্যন্ত বাজি ফাটানো যাবে? পুলিশের প্রচারপত্রে বাজির শব্দের মাত্রা সম্পর্কেও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, চার মিটার দূরত্বে সর্বাধিক ১২৫ ডেসিবেল শব্দ উপাদনকারী অনুমোদিত সবুজ বাজি ফাটানো যাবে। অন্যদিকে, আলো উপাদনকারী সবুজ আতসবাজির ক্ষেত্রে চার মিটার দূরত্বে সর্বাধিক শব্দের মাত্রা ৯০ ডেসিবেল।এদিকে পুলিশের নজরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শেল বাজি।

ধর্মাঙ্কুর বিহারে মহাউৎসাহে পালিত হয় ১৩৩ তম দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃ বাঙালি বৌদ্ধদের শতাব্দী প্রাচীন ধর্মাঙ্কুর বিহারে মহাউৎসাহে পালিত হয় ১৩৩ তম দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোসব। ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য সঙ্ঘরাজ ভদন্ত শ্রীম রতনজ্যোতি মহাস্থবির, উপসংঘরাজদয় ড. রতনশ্রী মহাথের এবং শ্রীম জয়ন্তবোধি মহাথের, ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ভদন্ত এম.আনঃদ মহাথের, টালিগঞ্জ বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. অরুণজ্যোতি মহাথের, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত লেকচারার ড সুমনপাল ভিক্ষু, শ্রীম ধর্মরতন মহাথের(ইছাপুর), শ্রীম ধর্মনন্দা ভিক্ষু(নীমপীঠ),শ্রীম শ্রদ্ধারতন ভিক্ষু, শ্রীম ভিক্ষু বিশ্বজি, শ্রীম প্রিয়জ্যতি ভিক্ষু, শ্রীম পবিত্রশ্রী ভিক্ষু সহ অন্যান্য মোট ২০ জন মহান ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে সকালে সংঘদান, অষ্টপরিস্কারদান উসর্গ করা হয় ধর্মাঙ্কুর মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির, ধর্মাঙ্কুর মহাবিহারের দীর্ঘদিনের বিহারাধ্যক্ষ পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির এবং বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া'র ৩০ বছরের(১৯৭৫-২০০৫) সাধারণ সম্পাদক সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের মহোদয়কে। প্রায় ৫৫০ উপাসক উপাসিকার আন্তরিক উপস্থিতিতে দুপুরে পূজা পর্যায়ের রবীঃদ্রসঙ্গীত এবং বুদ্ধ কীর্তন পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয়পর্বে অষ্টবিংশতি বুদ্ধ বন্ধনা ও উদ্বোধনী সঙ্গীত সহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বিহারে উপাসিকাবৃন্দ। শতাব্দী প্রাচীন জগজ্জ্যোতি পত্রিকার ব পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যার মো।ক উন্মোচিত হয় যেটি সম্পাদনা করেন পত্রিকা সম্পাদক ড. সুমনপাল ভিক্ষু। স্বাগত ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী বিগত সময়ের বিহারের নানা কর্মের ও অগ্রগতির সবিস্তার উল্লেখ করেন এবং মহান ভিক্ষুসংঘকে এবং সুন্দর এবং সুচারু উপস্থিতিকে কৃতজ্ঞতা ও জানান। সমাবেশকে ভিক্ষুসংঘ ধর্মালোচনা করে। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন সংস্থা থেকে তাদের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সংঘরাজ ভান্তে চীবর উসর্গ করেন, ধন্যবাদ প্রদান করেন সভার সভার সহসম্পাদক শ্রীম ভিক্ষু বিশ্বজিৎ এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন অপর সহসম্পাদক ড সুমিত বড়ুয়া।

নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন সুস্থ হওয়ার আশায়, ফিরলেন নিথর দেহে!

নিজস্বংবাদদাতা,হাওড়া, ৪ নভেম্বর ঃ নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন সুস্থ হওয়ার আশায়, ফিরলেন নিথর দেহে! চিকিসায .গাফিলতির অভিযোগে ডোমজুড়ে তুমুল বিক্ষোভ। নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচার করাতে এসে আর বাড়ি ফেরা হল না ৪০ বছরের স্বপ্না পালের। রোগীর মৃত্যুর পর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাওড়ার ডোমজুড়ের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন পরিবারের সদস্যরা। বুধবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় নার্সিংহোম চত্বরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। আসেন হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডোমজুড়ের সলপের বাসিন্দা স্বপ্না পাল গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় গত শনিবার ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর পেটে টিউমার ধরা পড়েছিল।

লাঠি পিটিয়ে কাকাকে খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার ভাহপো

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম ঃ সন্দেহের বশ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ১৮ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

আচার্য দীনেশচন্দ্র

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেলেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। কিন্তু.. প্রথম স্থানের সম্মান একা পাননি তিনি, সত্যি বলতে সেই জন্য যতীন্দ্রমোহন নিজেও ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কি ঘটেছিল! যতীন্দ্রমোহনকে নিজের বাড়িতে প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক ডেকে বললেন, সেই প্রথম হয়েছে কিন্তু বাংলা বিভাগে মেয়েরা পড়তে আসে খুবই কম। আরও অধিক সংখ্যায় মেয়েরা বাংলা পড়তে আসুক তিনি চান। তাই মেয়েদের উৎসাহিত করতে তিনি চান পুরস্কারটা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে শোভা সেনকে ভাগ করে দিতে। শিক্ষকের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন ছাত্র। আরও আগে সদ্য বি এ পাশ যুবকটির সিদ্ধান্ত তিনি সংস্কৃতে এম এ পড়বেন। পথে দেখা শিক্ষক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে,সংস্কৃতে এম এ পড়ার ইচ্ছা শুনে তিনি নিজেই নিষেধ করে বললেন,আজ সকালেই সুশীলবাবুর(সুশীলকুমার দে) বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছি কাগজপত্র এবার থেকে এম এ বাংলায় দেওয়া যাবে। ঠিকানা দিচ্ছি নিজে গিয়ে দেখে এসো। প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র বেহালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন নিজের ঘোড়ার গাড়িতে। ছাত্ররা নাম দিয়েছিল 'পংখীরাজ ঘোড়ার গাড়ি'। যতীন্দ্রমোহন হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থাকতেন তখন সবেমাত্র এম এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। হঠাৎ একদিন দেখলেন দীনেশচন্দ্র ভৃত্য আন্নুকে নিয়ে তাঁর ঘরে। ভৃত্যকে আদেশ করছেন, আন্নু, যতীনবাবুকো সামান গাড়ি মে লে যাঁও। সেকি! বিস্ফোরিত ছাত্রের চোখ, দীনেশচন্দ্র বললেন কেন এম এ পরীক্ষার ফলাফল বেরলে তুমি আমার বাড়ি যাবে বলেছিলে না? অগত্যা ছাত্রকে শুধু যেতে হল না টানা একবছর সেখানে থাকতে হল। তখন 'বৃহৎ বঙ্গ' লিখেছেন দীনেশচন্দ্র, তিনি মুখে বলেন শ্রুতিলিপি করে যান যতীন্দ্রমোহন। একটা নোটবুকে দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন, ''বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলায়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রমলব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য?'' দীনেশচন্দ্র সেন কবি হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু পথিকৃৎ সাহিত্য-ইতিহাসবিদের যে ভূমিকা তিনি নিয়েছিলেন তা চিরস্থায়ী স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর কাছে বাঙালি কতটা ঋণী সেকথা আমাদের বারবার স্মরণ করতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বেশ অনেকগুলো বছর তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলা শিল্প সাহিত্যের প্রতি দীনেশচন্দ্র সেনের একটি আগ্রহ ছিল। তিনি বাংলা সংস্কৃতির খোঁজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। বাংলার গীতিকাব্য নিয়ে চর্চাও করতেন। তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বাংলা পড়াতেন তখন তাঁরক্লাসে যোগ দেওয়ার জন্য অন্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা এসে উপস্থিত হতো। তিনি সেই সময়ে তাঁর ক্লাসে অন্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্লাস করার অনুমতি দিতেন। আচার্য দীনেশচন্দ্রের নাম এখন সর্বত্র।

বেনারসের বাঙালিটোলা

ইতিহাসের বিবর্ণ পাতা বেনারসের বাঙালিটোলা! সময় কোথাও ঝুরো বালি। খসে পড়া পলেস্তারা। গারদ ভাঙা জানলা। রংচটা দেওয়াল। ঝুঁকিপ্রবণ ঝুলবারান্দা। কড়িকাঠের ধ্বংসাবশেষ। মুমূর্ষু রোগী যেন। তবু, টিকে থাকার প্রাণপণ ইচ্ছে! কোথাও গলি বড্ড সংকীর্ণ। পুরনো বাড়ির আঁচল ধরে যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে। গায়ের ওপর হামলে পড়া অন্ধকার। মনখারাপ করা ভ্যাপসা গন্ধ। বহুকালের পুরনো দরজা। বড্ড ছোট, যেন পুরনো ফটোফ্রেম! কোনওটা চিরকালের জন্য বন্ধ। কিছু খাড়া সিঁড়ি বেওয়ারিশ লাশের মতো। পায়ে পায়ে বেঁচে ছিল এক সময়। এখন পরিত্যক্ত। হঠাৎ হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে পুরনো ব্লক ইট। পা পড়ে পড়ে হয় পিছল, নয় ভেঙে খানখান। রাস্তা কাদায় একেবারে মাখামাখি। এ সব রাস্তার বোধহয় রোদের সঙ্গে সরাসরি দেখা হয়নি বহুকাল। পাঁচতলা বাড়ির প্যারাপেড, চারতলা বাড়ির চিলেকোঠা, তিনতলা বাড়ির কার্নিশ ছুঁয়ে কয়েক মুঠো এসে পড়ে। তাও দুপুর নাগাদ। অনিয়মিত। বাকি সময় ধার করা রোদই সম্বল। এমন পথকে রাস্তা বলা যায় কি? বাঁশের সাঁকো যেন! এক পা সন্তর্পণে ফেলে অপেক্ষা করতে হয়। যাতে দুলে না ওঠে। উল্টো দিক থেকে কে আসছে, দেখে নিতে হয় আগেভাগে। একটু বেখেয়াল হলেই অতর্কিতে ধাক্কা খেতে হবে। টাল সামলাতে গিয়ে দু'হাত ছড়ালে বিপদ। আঙুল ঘষা খাবে দু'পাশের দেওয়ালে। হাঁটতে হাঁটতে থমকে যাচ্ছি। থমকে যেতে যেতে হাঁটছি। আর ভাবছি, এমন গলি কি কখনও দেখেছি? এই এঁকেবেঁকে চলা গলি, গলির কিনারে খুনখুনে বৃদ্ধ বাড়ির ভিড় বড্ড নিজের বলে মনে হচ্ছে। যেন এখনই আমার নাম ধরে ডাকবে! বলে উঠবে, অবশেষে এলি বাবা! আয়, কাছে এসে বস!ক্ষ্ম হয়তো ফোকলা মুখে ম্লান হেসে বলবে,জানিস, আজকাল বড় একটা কেউ আসে না! মনখারাপ খুব ছোঁয়াচে হয়। মেঘলা দুপুর নাকি দীর্ঘশ্বাস, কে যে আমাকে ঘিরে আছে কে জানে! এঁকেবেঁকে চলা এমন এক গলিকে কি নামে ডাকব, ভাবছিলাম। একফালি দোকানের রুমাল সাইজ সাইনবোর্ডে তার নাম দেখতে পেলাম; বাঙালিটোলা, বেনারস। গঙ্গা এখানে ভীষণ চওড়া। আপাত শান্ত। রোম্যান্টিক। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দামাল। ৮৪ ঘাট ছুঁয়ে অবিরাম কত স্মৃতি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নৌকা থেকে ক্রুজ, সন্ধ্যারতি; গঙ্গার যে কোনও ঘাটে বসলে রোজ একটা আস্ত ভারতদর্শন হয়ে যায়। এই গঙ্গার আস্তিনেই লুকিয়ে আছে বাঙালিটোলা। যে কাশী, বেনারস ছিল বাঙালির তীর্থ, ঈশ্বরের শরণে থেকে যাওয়া, মুক্তির খোঁজে আসা, শিক্ষার টানে ছুটে আসা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি।

সাধক রামপ্রসাদ

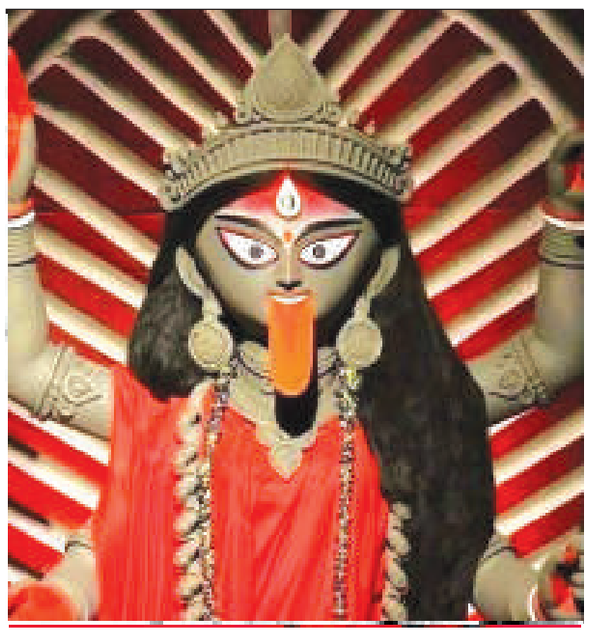


সাধক রামপ্রসাদ বলেন, কালী ভক্ত হতে হবে। তা নাহলে মায়ের দেখা মিলবে না। সব সময়ে সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। জীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন হেরে যাবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর মানসিক শানিত কোথাও নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললেন তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত করতে পারে না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময়ে সত্যের পুজারি। জ্ঞানের সন্ধানী। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে সমানভাবে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। সঙ্গীত ছিল তাঁর মাতৃ সাধনার একমাত্র ভরসা স্থল। তিনি শ্যামা মায়ের সেবা করতেন গান করে। শ্যামা মা রামপ্রসাদকে নিজের সন্তানের মতো ভালো বাসতেন। শ্যামা মা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলতেন, রামপ্রসাদ আমার প্রাণ। তাঁর গান না শুনলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না।

বাংলায় শ্যামা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা

অনিকেত নস্কর

বাংলায় শ্যামা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা রয়েছে। ভক্তিগীতির পাশাপাশি শ্যামা সঙ্গীতও বাংলায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পেরেছে। বৈষ্ণব পদাবলী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বড়ু চণ্ডীদাস, জয়দেব এবং শ্রীচৈতন্যের উদ্যোগে। 'রামায়ণ' গান এবং 'মহাভারত' পাঠ বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' পাঠের পাশাপাশি বৈষ্ণব পদাবলী প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীকে নিয়ে এসেছিলেন বড়ু চণ্ডিদাস এবং কবি জয়দেব। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব পদাবলী পণ্ডিতদের লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু শাক্ত পদাবলী বাংলায় জনপ্রিয় ছিল। বিশেষ করে তন্ত্রসাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বাংলা সঙ্গীত জগতে নতুন ধারার প্রভাবিত করলেন। শুধু তিনি নন পাশাপাশি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। তবে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে তাঁর রাজসভার কবি করে নিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব যেমনভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলার একটি অন্যতম সঙ্গীতের অংশ হিসাবে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি সাধক রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে বাংলার সঙ্গীতের প্লাবন বৈয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গীতের মধ্যে বাউল এবং কীর্তনের সুর শোনা যেত। 'আমি মন্ত্র তন্ত্র জানি নে মা' - তান্ত্রিক পরিবারের সন্তান হয়েও রামপ্রসাদ সেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীর ভজনা করতেন। পুজা অর্চনা তিনি করতে জানতেন না। সারাদিন সঙ্গীত রচনা করে সুর দিয়ে কৃষ্ণনগরের রাজসভাকে মুগ্ধ করে রাখতেন। তন্ত্র সাধনায় মন্ত্র পাঠ এর চেয়ে সঙ্গীত রচনার মধ্যে দিয়ে শ্যামার আরাধনা করার কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁরা যেসব সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছিলেন তাকে আধুনিক রূপ দিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। বলা যেতে পারে শ্যামা সঙ্গীতের আধুনিক রূপকার হচ্ছেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। 'মা আমার সাধ না মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলই ফুরায়ে যায় মা'- এই শ্যামা সঙ্গীতটি বাংলার ঘরে ঘরে এখনও শুনতে পাওয়া যায়। শ্যামা সঙ্গীতে যে কীর্তন এবং বাউলের সুর ছিল তাকে একেবারে বাদ দিয়ে আধুনিক সুর দিয়ে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে থাকলেন পান্নালাল ভট্টাচার্য। তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর নিকট আত্মীয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। তিনি আধুনিক গানের শিল্পী থাকলেও তিনি শ্যামা সঙ্গীতকে বেশি করে প্রাধান্য দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে শ্যামা সঙ্গীত নিজের কণ্ঠে গেয়ে শোনাতেন। ঠাকুর নরেনের গলায় শ্যামা সঙ্গীত শুনতে খুব ভালোবাসতেন। দক্ষিণেশ্বরের নাট মন্দিরে নরেনকে ঘিরে বহু ভক্ত তাঁর গান শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নরেনের গলায় শ্যামা



সঙ্গীত শুনে কখনও কখনও বিভোর হয়ে যেতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন মান্না দে'র কাকা কানা কেষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র দে। তিনি দরাজ গলায় শ্যাম্য সঙ্গীত গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতেন। নাট্যকার গিরিশ ঘোষও শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং সারদা দেবীকে শোনাতেন। গিরিশ ঘোষ বহু নাটকে শ্যামা সঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন।

শ্যামা সঙ্গীত শুনতে সিস্টার নিবেদিতা খুব পচ্ছন্দ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মা কালীকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। বিপ্লবীদের প্রধান পুজো ছিল কালী পুজো। কালী পুজো যেমন ডাকাতদের পুজো ছিল ঠিক তেমনি আবার কালী ছিল বিপ্লবীদের মুখ্য দেবী। কাজী নজরুল বহু শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ হলেও হিন্দুদের দেবদেবী নিয়ে বহু সঙ্গীত যেমন রচনা করেছেন পাশাপাশি তিনি আবার মা কালীকে একেবারে মানবী রূপ দিয়েছেন। মা কালীকে মানবী রূপ দিয়েছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। সেই ধারাকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে সঙ্গীত সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ও শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন শ্রোতাদের অনুরোধে। আসলে শ্যামা সঙ্গীতটা বাংলার নিজস্ব ঘরনা। উচ্চাঙ্গের শ্যামা সঙ্গীত রচনা এবং তাতে সুর দিয়ে বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীত জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিহারের বহু স্থানে এখনও শ্যামা সঙ্গীত গাওয়ার রেওয়াজ আছে। বহু মুসলমান শিল্পীরা শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। বিশেষ করে সুফী সম্প্রদায়ের কবিরা শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে গান গাইতেন। শ্যামা সঙ্গীতকে ভক্তিমূলক গানের মধ্যে বহু শিল্পীরা ফেলতে চান না। তারা শ্যামা সঙ্গীত এর নিজস্ব পরিচয় দিতে আগ্রহী। ভক্তিমূলক গান থেকে শ্যামা সঙ্গীতকে বের করে নিয়ে আসার জন্য বহু শিল্পীরা একে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। ফলে বাংলায় আচার আচরণ এবং সামাজিক নিয়ম কানুনও এই সঙ্গীতের মধ্যে থেকে প্রকাশ পায়। শ্যামা সঙ্গীতের নিজস্ব ঘরানা তৈরি হয়েছে। গ্রাম বাংলার নিজস্ব রূপ এই সঙ্গীতের মধ্যে ধরা পড়ে। পল্লী গ্রামের মহিলাদের রূপ প্রকাশ পায়। মা কালী যেন সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে অতি পরিচিত। এটি আদরের শ্যামা মা। মা কালীকে দেবী হিসাবে না দেখে একেবারে ঘরের কন্যা এবং বঁধু হিসাবে দেখতে ভালো বাসতেন সঙ্গীত রচয়িতারা। সাধক রামপ্রসাদ সেন এই ধারার প্রবর্তন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব কবিরা যেমন রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণকে মানব মানবী রূপ দিয়ে তাদের প্রেম কথার মধ্যে রোমান্স এবং রোমান্টিকতার প্রবেশ ঘটিয়ে সঙ্গীতের রসাস্বাদন করতেন ঠিক তেমনি শ্যামা সঙ্গীতের শিল্পীরা মা কালীকে একেবারে মানবী রূপ দিয়ে তাদের সঙ্গীতে উপস্থাপিত করতেন।

আসলে এই সব সাধক এবং সঙ্গীত শিল্পীরা মনে করতেন যে মন দিয়ে মা কালীকে ডাকলে তিনি ভক্তদের কথায় সাড়া দেন। পুজা অর্চনার কোনও প্রয়োজন নেই। নেই কোন তন্ত্র মন্ত্রের আয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেভাবে রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শ্যামা সঙ্গীতে সাধনা করেছেন সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পান্নালাল ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে আধুনিক কালের শ্যামা সঙ্গীত শিল্পীরা একেবারে সুরের ধারাকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। রামপ্রসাদী গান এর সুরটাকে একেবারে আধুনিক ধাঁচে তৈরি করে সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করেছেন বর্তমান যুগের শিল্পীরা।

পান্নালাল শ্যামা সঙ্গীতকে একবারে যুগের উপযোগী সঙ্গীত হিসাবে উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই তাঁর শ্যামা সঙ্গীত আজও জনপ্রিয়। 'বসন পর মা বসন পর মা'। তাঁকে অনুসরণ করে শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যও শ্যামা সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন। এর মধ্যে মানবেন্দ্র নাম মুখোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গের শ্যামা সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন। হৈমন্তী শুক্লা শ্যামা সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন শাস্ত্রীয় সুরকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে। আসলে শ্যামা সঙ্গীত গাওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। ফলে বিভিন্ন গায়কেরা তাদের নিজেদের মতো করে শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। এখানেই রয়েছে শ্যামা সঙ্গীতের বৈচিত্র্য। মান্না দে'র কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে যেভাবে শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন তাতে রাগ ছিল। কিন্তু এখনকার শ্যামা সঙ্গীতে কোনও রাগ নেই। তবে শ্যামা সঙ্গীতের আর একজন জনপ্রিয় শিল্পী হচ্ছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি একেরবারে বৈঠকী ঢংয়ে শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর শ্যামা সঙ্গীতে টপ্পা ঠুংরি থেকে শুরু করে একেবারে ভৈরবী সুর পর্যন্ত শোনা গিয়েছে। রসিয়ে রসিয়ে তিনি শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে মাত করে দিতেন। তাঁর পুত্র শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় এখন পিতার পথকে অনুসরণ করে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছেন।

'আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি'- শ্যামা সঙ্গীত গানটি গেয়ে একেবারে মাত করে দিয়েছিলেন মান্না দে।

চোরবাগান মিত্র পরিবারের ৩৭৭ বছরের প্রাচীন কালী পুজো

সপ্তর্ষি ঘোষ

চোরবাগান মিত্র পরিবারের ৩৭৭ বছরের প্রাচীন কালীপুজো ঃ উত্তর কলকাতার চোরবাগানের মিত্র বাড়ির কালীপুজো কলকাতার প্রাচীনতম পারিবারিক কালী পুজো। আজ থেকে ৩৭৬ বছর আগে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে চোরবাগান মিত্র বাড়িতে কালী পুজোর সূচনা। সে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়নি। কলকাতায় এর থেকে প্রাচীন পারিবারিক কালী পুজো আর আছে বলে জানা যায় না। কনৌজ থেকে যে পাঁচজন কায়স্থ সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজন কালিদাস মিত্র। আজকের চোরবাগানের মিত্র পরিবার তাঁরই উত্তরসূরি। মিত্র পরিবার কলকাতার এক অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। কালিদাসের



অষ্টাদশ অধস্তন বংশধর রামরাম মিত্র চিলেন মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ান। তখন তাদের নিবাস ছিল হুগলি জেলার কোন্নগর মন্দিরবাটি। এরপর আরও তিন পুরুষ পরে এলেন রামসুন্দর মিত্র। রামসুন্দর মিত্র কোন্নগর মন্দিরবাটি থেকে কলকাতার গোবিন্দপুর মৌজার 'শখের বাজার' অঞ্চলে বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেন। সেদিনের 'শখেরবাজার'ই আজকের 'চোরবাগান'। রামমন্দির সংলগ্ন চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ থেকে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে ঢুকলে ডান দিকে ছয়টি লাল রঙের বিশাল থামওয়ালা মিত্রবাড়ি চোখে পড়বে। যে বাড়ি আজও তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে সগৌরবে বহন করে চলেছে।

৮৪ নম্বর মুক্তা রামবাবু স্ট্রিটের মিত্রবাড়িতে কালীপুজোর শুরু ইংরেজি ১৬৫০ সালে। দিল্লির মসনদে তখন আসীন মুগল সম্রাট শাজাহান। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই পুজো অবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে আসছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে অনেক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। সেই আবর্ত থেকে মিত্র পরিবারও বাদ যায়নি। কিন্তু পুজোয় ছেদ পড়েনি একটি বছরের জন্যও। বাড়ির ছেলেমেয়েরা চিন্তায় মননে আধুনিক হলেও, মাতৃ আরাধনায় খুবই শ্রদ্ধাশীল এবং আস্তরিক।

মিত্র পরিবারের প্রতিমা মুক্তকেশী দক্ষিণাকালী। প্রতিমার গায়ের রঙ ঈষদ নীলাভ। এই প্রতিমার মধ্যে শ্যামা মায়ের ভয়ঙ্কর রূপের প্রকাশ নেই। দেবী এখানে প্রসন্নবদনা। শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইংরেজি ১৭৫০ সালে রামসুন্দর মিত্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আঠারো ফুট উচ্চতার কালী প্রতিমার প্রচলন করেন। শোনা যায়, সে সময় প্রতিমার সমান উচ্চতায় নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য নৈবেদ্য হিসাবে দেবীকে নিবেদন করা হতো। সেজন্য মিত্র পরিবারের কালীর পরিচয় ছিল তমিঠাইকালীদ রূপে। পুজোর পর দরিদ্রনারায়ণ সেবায় সেই মিষ্টি বিতরণ করা হতো। এখন অবশ্য কালীমূর্তি আর আঠারো ফুট নেই, দশ ফুটে রূপান্তরিত হয়েছে।

অতীতে বিস্তর ধুমধাম ছিল মিত্রবাড়ির কালীপুজোয়। যাত্রা, তরজা, কবিগান চলতো ক'রাত্রি ধরে। দূর দূরান্ত থেকে লোকে আসতো সেসব শুনতে। এই পুজো উপলক্ষ্যে লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ও পরে ইংরেজ সরকারের বহু গণ্যমান্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমন্ত্রিত হয়েছেন। এ বিষয়ে পুরনো পত্র-পত্রিকায় উল্লেখ রয়েছে। অতীতের সেই সব জাঁক জমক আজ নীরব ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয় তিন শরিকের মধ্যে পালা করে। চোরবাগানে ১ নম্বর মিত্র লেন ও ৮৪ নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রিট; পাশাপাশি দুই শরিকের বাড়ি এবং দক্ষিণ কলকাতার ১৫৮ নম্বর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে আর এক শরিকের বাড়ি। যে বছর যে শরিকের বাড়িতে পুজো হয়, পুজোর সংকল্প হয় সেই পালাদারের নামে। মিত্র বাড়ির কালীপুজোয় পশুবলির প্রথা নেই। দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। তার বদলে দেওয়া হয় লুচি, সুজি, বিভিন্ন রকম ভাজা ও নিরামিশ ব্যঞ্জন। আগের মতো আড়ম্বর না থাকলেও মিত্র পরিবার আজও পুজোয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরা সগৌরবে বহন করে চলেছেন।

সানাই শিল্পী বিসমিল্লা খান

দেবাশিস সমাজদার

(বিসমিল্লাহ খান বারাণসী ঘরানার শিল্পী। বেনারস ঘারানার শিল্পীরা কোনও সময়ে মোঘল ঘারানাকে গ্রহণ করেননি। তাঁরা একেবারে খাঁটি ভারতীয় পুরাতন ঘারনাকে গ্রহণ করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগত বিরাজ করেছেন। মোঘল ঘরানা এসে ভারতীদের শিল্প জগতে যে নিজস্ব ঘারানা আগে থেকে তৈরি ছিল তার সঙ্গে মিশে যায়। তার ফলে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল লখনউ ঘারানা, এলাহাবাদ ঘারানায় মোঘল ঘারানার সংমিশ্রণ। কিন্তু বেনারসে সংস্কৃতি জগতে মোঘল বা ইসলাম ঘারানা প্রবেশ করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানকার মানুষেরা অতিরিক্ত রক্ষণশীল। তার ফলে তারা বাইরের কোনও সংস্কৃতি ঘারনাকে বেশি সুনজরে দেখতো না। যার ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে বিসমিল্লাহ খান একজন ইসলাম ধর্মপ্রাণা শিল্পী হলেও তিনি কিন্তু মোঘল ঘারানাকে গ্রহণ করেননি। তাঁর ঘারানার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শিল্প জগতের সুর শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। এই বেনারস থেকে উঠে এসেছিলেন রবিশঙ্কর। তিনি বেনারস সঙ্গীত সংস্কৃতির ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করে ছিলেন। ভারতে একটি সময়ে কেন সব সময়ে বলা যেতে পারে বেনারস ভারতের শিল্প সাহিত্য এবং ধর্মচর্চার জগতে একটি স্বতন্ত্র স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বেনারস থেকে ভারতের কত বড় বড় শিল্পীরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পণ্ডিতেরা জন্ম গ্রহণ করেছেন তা একবার উল্লেখ করতে থাকলে মহাভারতের মতো বই তৈরি হয়ে যাবে। রবিশঙ্কর বেনারস সংস্কৃতির ওপরে আস্থা রেখে এবং এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হয়েছেন। তার ফলে তাঁর শিল্প মনের ভিতর বেনারস একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ থেকে শুরু করে আলি আকবর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতের শিল্পীরা একবার না একবার বেনারসে এসে এখনকার সঙ্গীত চর্চা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছেন এবং বেনারসে বসে স্থানীয় সঙ্গীতের ধারা নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বাংলার সঙ্গীত জগতে অন্যতম আধুনিক জগতে শিল্পী হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় বেনারসে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেখান থেকেই সঙ্গীত চর্চা করতে শুরু করেন। তারপরে তিনি কলকাতায় চলে



আসেন বটে। কিন্তু তাঁর মনের গভীরে যে বেনারস ঘারানার পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে গিয়েছিল তা আজীবন সংরক্ষিত ছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরকে ভুলে যাননি। তাঁর বাংলার বিভিন্ন সঙ্গীতে সেই বেনারসী সুরের টান দেখতে পাওয়া যায়। আসলে সঙ্গীত বলুন, সাহিত্যই বলুন, আর শিল্প সৃষ্টি বলুন সব কিছুই মধ্যে শৈশবের একটি ছাপ থাকে। সেখান থেকে কেউ একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বেনারস ভারতকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। এখনও দিয়ে চলেছে। সেই দেওয়ার আজও ফুরিয়ে যায়নি।)

বিসমিল্লাহ খানের কবরে হনুমান চালিসা পাঠ! বিসমিল্লাহ খানের সমাধিতে হনুমান চালিসা পাঠ করেন ওস্তাদের মানস পুত্রি এবং শিষ্য পদ্মশ্রী ডক্টর সোমা ঘোষ। সঙ্গে করলেন স্মৃতি চারণ। খান সাহেবের নাতি আফাক হায়দার খানের সাথে রাগ মধুবন্তীতে বন্দিশ গেয়ে খান সাহেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বৃহস্পতিবার ১০৮তম জন্ম বার্ষিকীতে ভারতরত্ন ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানের কবরে খরাজ-ই-আকিদাত পেশ করা হয়ে। ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দরগাহ-ই-ফাতমানে তাঁর সমাধিতে ফুলের চাদর অর্পণ করা হয়েছিল।

ভারতের উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খান। সানাইকে উচ্চাঙ্গ সঙ

ভূতের আতঙ্ক তাড়াতেই জন্ম ঐতিহ্যের ৫৭ বছরে বালুরঘাটের মোটরকালী

রতন দে, বালুরঘাট, ৪ নভেম্বর ঃ আজকের ব্যস্ত বালুরঘাট পাবলিক বাসস্ট্যান্ড চত্বর এক সময় ছিল ঘন



জঙ্গলে ঘেরা প্রায় জনমানবহীন এলাকা। সন্ধ্যা নামলেই নেমে আসত নিস্তব্ধতা। কাছেই ছিল জেলা হাসপাতালের মর্গ। রাতের অন্ধকারে ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পেতেন বাস মালিক ও মোটর শ্রমিকেরা। মর্গকে ঘিরে প্রচলিত নানা অলৌকিক কাহিনি এবং ভয়ের পরিবেশ কাটাতেই শুরু হয়েছিল মা কালীর আরাধনা। সেই উদ্যোগ থেকেই জন্ম বালুরঘাটের পরিচিত মোটরকালী পুজোর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান পাবলিক বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকাটি এক সময় ফুটানিগঞ্জ বা ফাটিকগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। চারদিকে জঙ্গল লোকবসতি কম এবং পাশে মর্গ থাকায় সন্ধ্যার পর এলাকায় যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে যেত। সেই পরিস্থিতিতে বাস মালিক ও মোটরযান ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে কালীপুজো শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় গাড়িকে প্রচলিত ভাষায় 'মোটর' বলা হত। মোটর মালিকদের উদ্যোগে পুজোর সূচনা হওয়ায় দেবীর নাম হয় মোটরকালী। স্থানীয়দের বিশ্বাস পুজো শুরু হওয়ার পর থেকেই এলাকার মানুষের মধ্যে ভয় অনেকটা কমে আসে। মোটরকালী মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি প্রাচীন কষ্টিপাথরের বিগ্রহের ইতিহাসও। কথিত আছে কুমারগঞ্জের বরাহর জমিদারবাড়ি থেকে একটি কালীমূর্তি চুরি হয়ে গিয়েছিল। পরে পুলিশ আত্রেয়ী নদীর একটি খাঁড়ি থেকে সেই মূর্তি উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া ওই প্রাচীন কষ্টিপাথরের বিগ্রহই পরবর্তী সময়ে মোটরকালী মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই বিগ্রহেই আজও নিয়মিত পুজো হয়ে আসছে। মন্দিরে প্রতিদিন নিত্যপুজোর পাশাপাশি প্রতি বছর দীপান্বিতা অমাবস্যা ও চৈত্র সংক্রান্তিতে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। এই দুই বিশেষ তিথিতে ভক্তদের সমাগমও বাড়ে। বালুরঘাট শহর ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ সারা বছর মন্দিরে আসেন। কেউ পুজো দেন কেউ মানত করেন। এক সময় নির্জন বাসস্ট্যান্ড চত্বরের ভয় কাটানোর উদ্দেশ্যে যে পুজোর সূচনা হয়েছিল কয়েক দশকের পথ পেরিয়ে তা আজ শহরের অন্যতম পরিচিত ধর্মীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, গ্রেফতার ৩

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৪ নভেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের কালেখাঁতলা ১ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফলেয়া স্টেশন বাজার এলাকায় জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করল পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে ফলেয়া স্টেশন বাজার এলাকায় একটি জুয়ার বোর্ড চলার খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পুলিশের অভিযানে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম জ্যোতি মল্লিক, রথীন বৈদ্য এবং পিন্টু দাস। ধৃত জ্যোতি মল্লিক ও রথীন বৈদ্যর বাড়ি ফলেয়া এলাকায় এবং পিন্টু দাসের বাড়ি ঋষি চরে বলে জানা গেছে। অভিযান চলাকালীন জুয়ার আসর থেকে মোট পাঁচটি মোটরবাইক এবং নগদ ১৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া পাঁচটি মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ধৃত তিনজনকে এদিন কালনা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই ঘটনায় জুয়ার আসরের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এলাকায় অবৈধ জুয়ার কারবার রুখতে পুলিশের এই অভিযানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে।



টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা ও পরিচর্যার সুবিধার্থে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চালু হল বিশেষ ইনসুলিন ক্লিনিক। বুধবার ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় এবং জেলার স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা।

জেলায় জল জমার সমস্যা ধানচাষ ছেড়ে পানিফল চাষে ঝুঁকছেন চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৩ নভেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম সমস্যা জল জমা। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির জেরে জমিতে জমে যায় জল। ফলে নষ্ট হয় ধান চাষ। শেষ কয়েক বছর ধরে এই ছবি বারবার উঠে আসছে। তাই এবার নন্দকুমার তমলুক পাশকুড়া-সহ বিভিন্ন ব্লকের মানুষেরা ধান চাষের বিকল্প চাষ হিসেবে বেছে নিয়েছে পানিফল চাষ। কারণ এই চাষ অতিরিক্ত জলের কারণে নষ্ট হয়ে যায় না। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকছে জল। ফলে ধান চাষ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে তমলুক ব্লকের একাধিক এলাকায়। একসময় যে জমিতে আমন সহ অন্যান্য ধানের চাষ হত, বাধ্য হয়েই বিকল্প চাষের দিকে ঝুঁকেছেন এলাকার কৃষকেরা। আর সেই বিকল্প চাষই এখন তাঁদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে। ধানের বদলে পানিফল চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন তমলুকের একাধিক চাষি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে ধান চাষের বিকল্প হিসাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে পানিফল চাষ। আশ্বিন মাস থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। তমলুক নন্দকুমার ব্লকে ধান চাষের বিকল্প হিসেবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এই পানিফল চাষ। ধান চাষের চেয়ে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কম থাকায় এই পানিফল চাষ লাভজনক। বিঘা প্রতি পানিফল চাষে লাভের পরিমাণ ধান চাষের চেয়েও বেশি। পানিফল উপকারী ঔষুধীগুণে ভরপুর। প্রচুর পরিমাণে জল থাকায় পানিফল শরীরে জলের ঘাটতি পূরণে গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা রাখে। পানিফল শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। পানিফল প্রচুর পরিমাণ ক্যালোরি যোগান দেয় শরীরে। নন্দকুমারের বলরামপুর, ইড়খা ও কোলসর, তমলুক ব্লকের পূর্বানুখা, পুতপুতিয়া মিরিকপুর সহ বিভিন্ন গ্রামের জলাজমিতে ধানের পরিবর্তে পানিফল চাষ করছেন অনেক চাষি। এরকমই এক চাষি জানায়, বর্ষাকালে আমন চাষের পরিবর্তে পানিফল চাষ বেশি লাভজনক। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টিতে ধানের বীজতলা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমন ধানের চাষ করতে সমস্যা হয়। আবার ধান রোপনের পরও অতিবৃষ্টিতে ধান গাছ পচে নষ্ট হয়ে যায়। ধান চাষের ক্ষতি হয়। কিন্তু পানি ফল চাষে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আরেক কৃষক বলেন, কাঠা প্রতি পানিফল উৎপাদন হয় প্রায় দেড় থেকে ২ কুইন্টাল। বর্তমানে বাজারে ৪০ টাকা থেকে ৬০ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে। প্রতি ৭ দিন অন্তর পানিফল তুলতে হয়। খরচ হয় প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। আর ফসল পাওয়া যায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার। পানিফল চাষে বিঘা প্রতি লাভ হয় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। আষাঢ় মাসের শুরুতেই পানিফল চাষ করা হয়। আশ্বিন মাসের শুরু থেকে অগ্রহায়ন মাসের শেষ পর্যন্ত ফসল পাওয়া যায়। নন্দকুমার, তমলুক ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে ধান চাষের পরিবর্তে এই চাষ লাভজনক হওয়ায়। ধীরে ধীরে এই পানিফল চষে জনপ্রিয়তা বাড়ছে। জলমগ্ন জমিকে কাজে লাগিয়ে বিকল্প ফসলের হাত ধরে কৃষিতে নতুন সম্ভাবনা দেখছেন তাঁরা।

পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁত ছেড়ে কার্পেট শিল্পে নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ নভেম্বর ঃ সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মালদার ইংরেজবাজার ও মানিকচকের বহু পরিবার তাঁত পেশা ছেড়ে ঝুঁকছে লাভজনক কার্পেট শিল্পে। ভাদোহী থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে উল, রেশম ও পাটের সুতোয় দেশ-বিদেশের বাজারে সমাদৃত তিব্বতি কার্পেট তৈরি করে তাক লাগাচ্ছেন জেলার হাজার হাজার কারিগর। একসময় বাড়ি বাড়ি তাঁতের খটখট শব্দে মুখর থাকত মালদার বিভিন্ন গ্রাম। গামছা, লুঙ্গি ও শাড়ি তৈরিতেই জীবিকা নির্বাহ করতেন বহু পরিবার। সময়ের সঙ্গে বদলেছে চাহিদা, আর সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁত ছেড়ে কার্পেট শিল্পে নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন বহু মানুষ। ইংরেজবাজার ব্লকের সাতটারি, অমৃতি এবং মানিকচক ব্লকের ধরমপুর, পুরানিগ্রাম, এনায়েতপুর-সহ বিভিন্ন গ্রামে এখন বাড়িতেই ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। একসময় রোজগারের তাগিদে উত্তরপ্রদেশের ভাদোহীতে কাজ করতে যেতেন এখানকার শ্রমিকরা। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে নিজেরাই তৈরি করছেন নকশাদার তিব্বতি কার্পেট। উল, রেশম ও পাটের সুতো দিয়ে তৈরি এই সামগ্রী দেশ-বিদেশে সমাদৃত। কার্পেট শিল্পী জানান, প্রায় ২০ বছর আগে অধিকাংশ বাড়িতে তাঁতের কাজ হত। বর্তমানে সেই চাহিদা কমায় বিকল্প পেশা হিসেবে কার্পেট তৈরিতে যুক্ত হয়েছেন তাঁরা। নকশা অনুযায়ী প্রতি মিটারে ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক মেলে। একটি লুমে এক থেকে তিনজন শিল্পী একসঙ্গে কাজ করেন। শিল্পীদের কর্মসংস্থান বাড়াতে সরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে মালদা সদর মেগা কার্পেট তন্তুবায় সমিতি। সমিতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহঃ মহসিন মিঞা জানান, জেলায় ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। সরকারি উদ্যোগে দুটি কারখানাও তৈরি হয়েছে। মালদায় কার্পেট বোনা হলেও পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ ও বাণিজ্যিকরণের জন্য তা ভাদোহীতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে বিদেশের বাজারে পৌঁছায় এই শিল্পসামগ্রী। নকশা ও মান অনুযায়ী এক একটি কার্পেটের দাম ১ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। দক্ষতা ও কাজের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পান শিল্পীরা। তাঁতের ঐতিহ্য পেরিয়ে কার্পেট শিল্প এখন মালদার বহু পরিবারের জীবিকার ভরসা। শিল্পীদের নিপুণ বুনন ও নকশার দক্ষতায় জেলার এই পেশা ক্রমশ পরিচিতি লাভ করছে দেশ-বিদেশে।

শিবির বদলের পর কতটা জাঁকজমক করে হবে কেষ্টর কালীপুজো, চর্চা শুরু বোলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৪ নভেম্বর ঃ রাজনৈতিক অঙ্গনে ঝড় তোলা পট পরিবর্তন এবং নানা চড়াই- উতরোই পেরিয়েও বীরভূমের বোলপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের কালীপুজোর আকর্ষণ যেন ম্লান হয়নি। বছর ঘুরে মা কালীর আরাধনার সময় এলেই অনুব্রত মণ্ডল



ওরফে 'কেষ্ট'-র বোলপুরের পার্টি অফিসের পুজো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। এ বারের প্রেক্ষাপট একেবারেই আলাদা হলেও, দেবী আরাধনার উন্মাদনা এবং জৌলুস বজায় রাখা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। গত বছর জেলমুক্তির পর নিজের পুরোনো মেজাজেই ফিরেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। বোলপুর পার্টি অফিসের সেই কালীপুজোয় ৬০০ ভরি বা তারও বেশি সোনার গয়নায় সেজে উঠেছিল দেবী প্রতিমা। তবে এত সোনা কোথা থেকে এলো? সে সময় অনুব্রতের স্বভাবসিদ্ধ হেঁয়ালি মন্তব্য ছিল, মা নিজের গয়না নিজেই গড়ে নেন! রাজ্য রাজনীতিতে বেশ চর্চিত হয়েছিল অনুব্রতর এই মন্তব্য। গরু পাচার মামলায় তিহাড় জেলে বন্দি থাকার কারণে ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে কালী পুজোয় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, ২০২৪ সালে কেষ্টর প্রত্যাবর্তনে তা পূর্ণ হয়। জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন, প্রসাদের এলাহি ব্যবস্থা এবং উপচে পড়া ভিড়ে পার্টি অফিস চত্বর মুখরিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চলতি বছরে জেলার রাজনৈতিক মানচিত্রে বড়সড় ভাঙন ও পরিবর্তন ঘটেছে। জেলা তৃণমূলে এখন আর আগের মতো পুরনো কোর কমিটি নেই, বরং রাজনৈতিক সমীকরণেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। বর্তমানে অনুব্রত মণ্ডল 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল' (ঋতব্রত-পন্থী)-এর জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এবং মমতাপন্থী তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের গুঞ্জন। এ বছর প্রতিমাকে কত ভরি সোনা দিয়ে সাজানো হবে, সেই বিষয়ে সরাসরি মুখ খুলতে চাননি বীরভূমের কেষ্ট। গণমাধ্যম বা কৌতূহলী মহলের প্রশ্নের জবাবে তিনি ঘুরিয়ে বলেন, মায়ের যা গয়না আছে, তাই পরানো হবে। ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে পাওয়া অনুদানের কথা উল্লেখ করে তাঁর দাবি, 'লোকে যা দেয়, তাই।' পুজোর অন্যান্য আয়োজন এবং প্রসাদ বিতরণের প্রসঙ্গেও তিনি সংযত সুর বজায় রেখে জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ বা সমর্থকরা যেমন ভাবে সহযোগিতা করবেন, সেই অনুসারেই সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, অনুব্রত মণ্ডলের রাজনৈতিক শিবিরের পরিবর্তনের প্রভাব কি এ বারের পুজোয় পড়বে? সোনা ও অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ আগের মতোই বজায় থাকবে- তা নিয়ে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। রাজ্যে পালাবদল এবং অনুব্রতের নতুন রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রেক্ষাপটে বোলপুরের এই বিখ্যাত কালীপুজো নিছক ধর্মীয় গণ্ডি পেরিয়ে ফের একবার জেলার রাজনৈতিক শক্তির প্রদর্শন ও কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide **NIeT No- EGP/707 Dt- 04/11/2026.** Last Dt. of application **13/11/2026 up to 18:00 IST**. For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

TYROON TEA CO. LTD.

CIN: L15421WB1890PLC000612
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House, Kolkata - 700-001,WB, India, Tel: 033-22483236/6071, Email: info@tyroontea.com Website: www.tyroontea.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 13th day of November, 2026 at its registered office at 3.30 P.M to consider inter alia unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2026.
The said information is also available on the company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com.

Tyroon Tea Co. Ltd.
Sd/- (K.C.Mishra)
Company Secretary & CFO

Place : Kolkata
Date: 04.11.2026

eCSIN-EA013288A000046618

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ 87/W-2/APDJ, তারিখঃ 02-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 26-AP-III-2026। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/এমবিজেড-এর অধিক্ষেত্রে অধীনে দিব্যাঙ্গজন সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি এবং ন্যূনতম অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৭,৮৩,৮৫৮.৮৮ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১৫,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ২৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

JAMNA GRAM PANCHAYAT

Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422

Jamna Gram Panchayet invites eNIT/ Offline tenders/Quotation vide Notice No. & Dated - **NIT No: WB/MAN/JGP/NIT-01 Date:-02/11/2026, WB/MAN/JGP/NIT-02 Date:-02/11/2026, WB/MAN/JGP/NIT-03 Date:-02/11/2026**. Last date of bidding **13/11/2026**.

Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

A Tender for "Providing CCTV surveillance system on temporary basis at different Immersion Ghats for Immersion of Goddess Kali, Goddess Jagatdhartri and Chhat puja Festival 2026." is being invited by EE,(E&M)Dept, BMC vide NIT No.15/PHE(E&M)/BMC, Dated: 02-11-2026 details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only.
Please visit: https://wbtenders.gov.in
Last date of Bid submission (online): 06-11-2026 up to 3:00 PM

Sd/-
EE,(E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

Durgapur Municipal Corporation

City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Memo No.: DMC/WS/714 **Date: 04/11/26**

CORRIGENDUM NOTICE

The Bid Submission Closing Date is extended up to 5.00 PM on 21.11.2026 and Bid Opening Date will be 25/11/2026 after 11.00 AM for the following tenders.

TENDER Ref No.	TENDER ID
WBDMC/WS/COMM/NIT-64/25-26	2026_MAD_5080423_1

For details : tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড

CIN: L17297WB1981PLC034226

নিবন্ধিত অফিসঃ রুম নং ৪০৭, ৪ তল, প্রিমিসেস নং. ৪ সিভিল রো, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ই-মেইলঃ investors@mavensbiotech.com, ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক সময়ের জন্য অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	চলমান বছরের শুরু থেকে বর্তমান সময় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক ৩০ জুন ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১.১০	২.৪৮	২.১৯
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৪.৫৯)	(৭.৬৫)	(১.৯৯)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	(৪.৫৯)	(৭.৬৫)	(১.৯৯)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৪.৫৯)	(৭.৬৫)	(১.৯৯)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৪.৫৯)	(৭.৬৫)	(১.৯৯)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৯৯.২০	১,০৯৯.২০	১,০৯৯.২০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র	(০.০০)	(০.০১)	(০.০০)

মন্তব্যঃ
উপরোক্ত তথ্যটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা হয়েছে। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, যেমন- www.cse-india.com -এ পাওয়া যাবে। এছাড়া, এটি কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.mavensbiotech.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

আর্থিক ফলাফল বিস্তারিতভাবে দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড-র পক্ষে,
জয় প্রকাশ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এণ্ড সিইও
DIN No.:02525414

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৪ নভেম্বর, ২০২৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General / Asphaltum, KMC** invites e-tender online item wise rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/ASPH/PB/GM-11/2026-27

Name of work : **Manufacturing and fitting fixing of thermodrum driving sprockets with shaft for DM50 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.11.2026 at 4 pm**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **17.11.2026 at 4 pm**; The bid forms and other details are available on and from **04.11.2026 (4 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Market), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/MKT/SCALLEN/01/2026-27 (1st Call)

Name of work : **Repairing of toilet, donga and other ancillary works at S.C. Allen Market**; Estimated Cost : **₹ 4,98,876.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **23.11.2026 - 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **26.11.2026 - 12.30 pm**; The bid forms and other details are available on and from **06.11.2026 - 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/DG(S_D)/N/BR-V/49/26-27

Name of work : **Connecting 375 dia. S-W sewer line with other ancillary works along Southern flank of B.B. Ganguly St. from Pre. No. 130 to 131A, B.B. Ganguly St. in Ward No. 49 under Br.-V**; Estimated Cost : **₹ 4,55,381.77 (Including GST, CESS & Contingency)**; Earnest Money : **₹ 9,200.00**; Period of completion : **45 Days**; Bid submission start date (Online) : **06.11.2026 at 1 pm**; Last date and time of submission of bid (Online) : **20.11.2026 at 1 pm**; Date of opening of technical bid : **23.11.2026 at 1 pm**; The bid forms and other details are available on and from **06.11.2026 at 1 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG / Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/79/WD27/IV/ZII/26-27

Name of the work : **Improvement of lighting system at Amharts Row and other places in Ward No. 27, Br.-IV**; Estimate Amount : **₹ 2,31,991.00**; Earnest Money : **₹ 5,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/76/WD25/IV/ZII/26-27

Name of the work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 25, Br.-IV**; Estimate Amount : **₹ 2,47,739.00**; Earnest Money : **₹ 5,000.00**; Period of completion : **181 Days**; Last date and time of submission of bid (Online) : **20.11.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **07.11.2026 (2 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/406 (1st Call)

Name of work : **Repairing of roads (Portion) of B.K. Road, Peary Mohan Roy Road, C.G.R. Road (In Patches) etc. under Br.-IX**; Estimate Amount : **₹ 4,98,028.74 (Incl. GST & CESS)**; Period of completion : **180 Days**; Last date and time of submission of bid(s) : **21.11.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **07.11.2026 (12 Noon)**.

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/468 (1st Call)

Name of work : **Washing and painting of guard railing including kerb at Government Place North & West in Ward No. 45 under Br.-V**; Estimate Amount : **₹ 4,61,451.83 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 9,300.00**; Period of completion : **120 Days**; Last date and time of submission of bid : **26.11.2026 - 12 Noon**.

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/474 (1st Call)

Name of work : **Repairing of damaged road portions at 51 Kayasthapara Main Road near SD16 Bus Stand Mukundapur etc. under Br.-XII**; Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **₹ 4,98,954.44 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/475 (1st Call)

Name of work : **Repairing of road near Welland Gouldsmith School / Patuli ESR. near 45 Bus Stand etc. under Br.-XII**; Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **₹ 4,98,671.33 (Excl. Contingency Amount)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 3 & 4)**; Last date and time of submission of bid : **28.11.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 3 & 4)**; The bid forms and other details are available on and from **14.11.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 2 to 4)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

CORRIGENDUM

NIT No. : SWM-II/GRU-006/2026-27 Published in this Newspaper on 14.10.2026 (Key No. : 625/26-27) of **(SWM-II) Department (For Sl. No. 7)**; Last date and time of submission of bid will be read as **11.11.2026 upto 1 pm** instead of 31.10.2026 upto 1 pm; Other terms and conditions remain unchenged.

NIT No. : KMC/LTG/ZI/BRIWD7/14/26-27 Published in this Newspaper on 31.10.2026 (Key No. : 664/26-27) of **Electrical / Lighting / Zone-I / Br.I / Department (For Sl. No. 10)**; Last date and time of submission of bid will be read as **19.11.2026 - 2 pm** instead of 14.11.2026 - 10 am; The bid forms and other details are available on and from will be read as **02.11.2026 from 9 am** instead of 31.10.2026 - 10 am; Other terms and conditions remain unchenged. **692/26-27**

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ইসি/টি/অ্যালায়েড অ্যাক্ট/ওটি-১০/২৬-২৭ তারিখ : ২৯.১০.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর- কাঁচরাপাড়া, পিন - ৭৪৩১৪৫ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ই-টেন্ডার নং.: ইসি_টি_অ্যালায়েড অ্যাক্ট_ওটি১০_২৬-২৭; স্থান সহ কাজের নাম :** ০২ বছরের মেয়াদের জন্য ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে ডেপুটি সিইই অর্গানাইজেশন/(ডব্লু)/কাঁচরাপাড়া কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ-এর অধীনে শপ-২৬/সি অ্যান্ড ডব্লু/কাঁচরাপাড়াতে যান্ত্রিক ক্ষয় মেরামতির কাজের সময় ১২০টি এলএইচবি

গৃহস্থালী

সিকিমজুড়ে তুষারপাতের উৎসব! বরফের চাদরে ঢাকল নাথু লা, পর্যটকদের উচ্ছ্বাসে বাড়ল সতর্কতা

ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব পরোক্ষ প্রভাবে আবহাওয়ার বড়সড় পরিবর্তন সিকিমে। কুপুপ, নাথু লা, নাথাং উপত্যকা থেকে শুরু করে উত্তর সিকিমের উঁচু পাহাড়ি এলাকাগুলি নতুন করে ঢেকেছে বরফের চাদরে। তুষারপাত দেখতে পর্যটকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস বাড়লেও দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সতর্ক প্রশাসন। বিপজ্জনক ব্ল্যাক আইস তৈরি হওয়ায় জওহরলাল নেহেরু রোডের কয়েকটি অংশ এবং নাথু লা পাসে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।



শীতের মরশুমে পাহাড়প্রেমীদের কাছে সিকিম বরাবরই অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু এবারের তুষারপাত যেন সেই সৌন্দর্যকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব পরোক্ষ প্রভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তনের জেরে সিকিমের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় শুরু হয়েছে ভারী তুষারপাত। শুক্রবার পাকিয়ং জেলার কুপুপ, নাথু লা এবং নাথাং উপত্যকা কার্যত সাদা বরফের চাদরে ঢেকে যায়। পাহাড়ের ঢাল, বাড়ির ছাদ, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি- সবকিছুতেই জমেছে বরফের পুরু আস্তরণ।

বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন স্পষ্ট হতে শুরু করে। পাকিয়ং জেলার কুপুপ গ্রাম, নাথু লা পাস এবং নাথাং উপত্যকায় শুরু হয় তুষারপাত। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে বরফের পরিমাণ। অন্যদিকে, উত্তর সিকিমের জিরো পয়েন্ট, লাচেন এবং লাচুংয়ের উঁচু এলাকাগুলিতেও নতুন করে তুষারপাতের খবর পাওয়া গিয়েছে। ফলে গোটা পাহাড়ি অঞ্চল জুড়ে তৈরি হয়েছে শীতকালীন রূপকথার পরিবেশ।

প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ দেখতে পর্যটকদের মধ্যে উচ্ছ্বাসও চোখে পড়ার মতো। মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি এবং কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই বরফে ঢাকা পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন তাঁরা। অনেক পর্যটকের কাছে এই তুষারপাত কার্যত স্বপ্নপূরণের মতো। পরপর তুষারপাতের জেরে পাহাড়ের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদের ভিড়ও ক্রমশ বাড়ছে।

তবে পর্যটকদের এই উচ্ছ্বাসের মধ্যেই নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে প্রশাসন। শুক্রবার ভারী তুষারপাতের কারণে জওহরলাল নেহেরু রোডের কয়েকটি অংশে বরফ জমে যায়। একই পরিস্থিতি তৈরি হয় চিন সীমান্তের নাথু লা পাসেও। রাস্তায় বরফ জমে তৈরি হয় বিপজ্জনক ব্ল্যাক আইস। দেখতে সাধারণ ভেজা রাস্তার মতো হলেও এই বরফের স্তর অত্যন্ত পিচ্ছিল। ফলে গাড়ির চাকা সহজেই নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। বিশেষ করে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় এই পরিস্থিতি বড়সড় দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

সেই আশঙ্কা থেকেই সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে নাথু লা এবং জওহরলাল নেহেরু রোডের বিপজ্জনক অংশগুলিতে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পর্যটক এবং সাধারণ বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের কর্তাদের মতে, তাপমাত্রার আকস্মিক পতন এবং এই তুষারপাতের পিছনে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত নিম্নচাপের প্রভাব রয়েছে। এর জেরে সিকিমের উঁচু পার্বত্য এলাকায় ব্যাপক তুষারপাত হচ্ছে। অন্যদিকে, সমতল এবং অপেক্ষাকৃত নিচু পাহাড়ি এলাকাগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী কয়েক দিনও তাপমাত্রা কম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি উঁচু পাহাড়ি এলাকায় আরও বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস।

এই পরিস্থিতিতে সিকিম ভ্রমণে যাওয়া পর্যটকদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আবহাওয়ার আপডেট এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার পাশাপাশি বিপজ্জনক রাস্তায় অযথা যাতায়াত না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বরফের সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়ে যাতে কোনওভাবেই দুর্ঘটনা না ঘটে, সেদিকেই বিশেষ নজর প্রশাসনের।

হেল্প ট্যুরিজমের কর্ণধার রাজ বসুর কথায়, এই মুহূর্তে যাঁরা সিকিমে রয়েছেন, তাঁরা তুষারপাত দেখার বিরল সুযোগ পাচ্ছেন। তাঁর মতে, তুষারপাতের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পর্যটকদের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে।

সব মিলিয়ে, একদিকে বরফে মোড়া পাহাড়ের অপূর্ব সৌন্দর্য, অন্যদিকে প্রবল ঠান্ডা ও পিচ্ছিল রাস্তার বিপদ-দুইয়ের মাঝেই সিকিমে তৈরি হয়েছে এক ভিন্ন ছবি। পর্যটকদের কাছে এই তুষারপাত নিঃসন্দেহে বাড়তি আকর্ষণ। তবে আনন্দের পাশাপাশি নিরাপত্তাকেই যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত।

'ঠিকমতো কাজ না

১-র পাতার পর- নিয়মিত সরকারি দফতরে পাঠাতে হবে। প্রশাসনের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে সমস্ত আধিকারিক ও কর্মচারী ভাল কাজ করবেন তাঁদের পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করা হবে, কিন্তু কাজে গাফিলতি দেখা গেলে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আজকের রিভিউ মিটিংয়ে সব ডিএম-রা ছিলেন। ৭ হাজার ১৯০ জনের নিয়োগ হবে। পরিচ্ছন্ন রিক্রুটমেন্ট হবে। দীপাবলির পর নিয়োগের রুল পরিবর্তন হবে। ২০২৭ সালেই পঞ্চায়েত দফতরে এই নিয়োগ করা হবে।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, যে এখন চুক্তিভিত্তিক কর্মী নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ''১০০০ কনট্রাক্টচুয়াল কর্মী নেওয়া হচ্ছে। কর্মী কম থাকার কারণে যাতে কাজ আটকে না থাকে সেই বিষয়টা দেখা হচ্ছে।'' ইঞ্জিনিয়ারদের যে খামতি রয়েছে সেটা মেটানোর জন্যই এই নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন, মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন যে নতুন পঞ্চায়েত দফতর তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ''রাজ্য সরকারের একটা উপহার। নিউটাউনে একটা নতুন পঞ্চায়েত ভবন তৈরি করা হবে ৫ একর জমিতে। যেখানে প্রশাসনিক ভবন ও

২ চাকা কেনার জন্য রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বড়

১-র পাতার পর-ইলেকট্রিক গাড়ির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'' সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কর্মীর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আগেই যাতে সুদ-সহ সম্পূর্ণ ঋণ আদায় সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করার দায় মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের। পাশাপাশি গাড়ি কেনার পর সেটিকে সরকারি নিয়মে বন্ধক রাখার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতাও দ্রুত শেষ করতে হবে। সব মিলিয়ে নতুন এই ব্যবস্থায় খুশি রাজ্য প্রশাসনের নিচুতলার কর্মীরা।

অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতকে জেরা করে কোটি

১-র পাতার পর-পরিবারের একজনকে বজবজ এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োগ পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও হীরকবন্দরে আলোচনা রয়েছে। সূত্রের খবর, বজবজের যে হাসপাতালে শামিমের পরিবারের ওই মহিলা সদস্যকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, তার কর্ণধারের সঙ্গে অভিষেকের ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। এমনকি ওই প্রতিষ্ঠানের নতুন একটি ক্যাম্পাস উদ্বোধনেও অভিষেক সশরীরে হাজির ছিলেন। আরও জানা যাচ্ছে, এই ব্যবসায়ী একটা সময়ে কাটা তেলের ব্যবসা করতেন। বাম জমানাতে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কিছু করতে চান। সেই পর্বেই বজবজ এলাকার জমি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তৃণমূল জমানায় এই ব্যবসায়ী ক্রমশ প্রভাবশালীতে পরিণত হন। জনশ্রুতি-জোড়া খুঁটি হয়ে উঠেছিলেন সুমিত এবং শামিম।

নয়া শিল্পনীতিতে পিএফের

১-র পাতার পর- সংস্থার আর্থিক বোঝা কমতে পারে। বিশেষ করে ছোট শিল্পে এই সহায়তা নতুন নিয়োগে উৎসাহ দিতে পারে। মহিলা ও রূপান্তরকামীদের ক্ষেত্রে বেশি হারে সহায়তার প্রস্তাব কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সুযোগ বাড়ানোরও একটি পদক্ষেপ। আর বড় শিল্পের জন্য ন্যূনতম সরাসরি কর্মসংস্থান বজায় রাখার শর্ত দিয়ে সুবিধাকে চাকরির সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ছোট শিল্পের আধুনিকীকরণেও সাহায্যের প্রস্তাব রয়েছে। যোগ্য এমএসএমই-র প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্পে অনুমোদিত খরচের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ, সংস্থাপিছু ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়তা মিলতে পারে। রোবোটিক্স, উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ডিজিটাল ব্যবস্থা, ইন্টারনেট অব থিংস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পণ্যের মান যাচাইয়ের মতো প্রযুক্তি এর আওতায় রয়েছে। তবে সাধারণ যন্ত্র বদল বা নিয়মিত সফটওয়্যার সাবস্ক্রিপশনের খরচ এই সুবিধা পাবে না। নয়া নীতিতে তাই বিনিয়োগের পাশাপাশি নিয়োগ এবং শিল্পের আধুনিকীকরণ-দুই ক্ষেত্রেই খরচ কমানোর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। তবে খসড়ার এই প্রস্তাবগুলি চূড়ান্ত ঘোষণায় কী ভাবে থাকছে এবং সুবিধা পাওয়ার বিস্তারিত শর্ত কী হবে, তা পূর্ণাঙ্গ নীতিতেই স্পষ্ট হবে।

উপহার পেয়ে সম্মানিত রেলকর্মী

গোরখপুর, ৪ নভেম্বরঃ প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা, শ্রী সুমিত কুমার, ৪ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের জনসংযোগ কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত গ্লেজার (অফিস সহকারী), শ্রী রামশরণকে একটি শাল উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন এবং তাঁর সুস্থ ও সুখী জীবন কামনা করেন। জনসংযোগ বিভাগের সিনিয়র ইন্সপেক্টর এবং রেলওয়ে কর্মচারীরা অবসরপ্রাপ্ত শ্রী রামশরণকে আন্তরিক বিদায় জানান

ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান

তৃতীয় দিনে ৭১৩ জন পেনশনভোগী সফলভাবে জমা দিলেন লাইফ সার্টিফিকেট



কলকাতা, ৪ নভেম্বরঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (জীবন প্রমাণ) অভিযান ৫.০-এর আওতায় রেল পেনশনভোগীদের সুবিধার্থে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত চলা এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে পূর্ব রেলের সদর দপ্তর, চারটি ডিভিশন-হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদা এবং তিনটি ওয়ার্কশপ-কাঁচরাপাড়া, লিলুয়া ও জামালপুরে বিশেষ হেল্পলাইন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রেল পেনশনভোগীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং তাঁদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ, মসৃণ ও সম্পূর্ণ ঝঞ্ঝাটমুক্ত করার লক্ষ্যে এই কেন্দ্রগুলি চালু করা হয়েছে। আজ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত হেল্পলাইন কেন্দ্রগুলি খোলা ছিল। এই সময়ে পেনশনভোগীরা তাঁদের নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত হন। সেখানে রেলকর্মীরা তাঁদের হাতে-কলমে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রদান করেন, যাতে তাঁরা সফলভাবে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। অভিযানের তৃতীয় দিনে এই কেন্দ্রগুলিতে রেলকর্মীদের সহায়তায় মোট ৭১৩ জন পেনশনভোগী সফলভাবে তাঁদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন। কেন্দ্রভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ পূর্ব রেলের সদর দপ্তর-২৯ জন, হাওড়া ডিভিশন-১৬৩ জন, শিয়ালদহ ডিভিশন-২৪৭ জন, আসানসোল ডিভিশন-৮৭ জন, মালদা ডিভিশন-৬৫ জন, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ-১৬ জন, লিলুয়া ওয়ার্কশপ-৩৬ জন এবং জামালপুর ওয়ার্কশপ-৭০ জন। পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে অবস্থিত হেল্পলাইন কেন্দ্র ছাড়াও পেনশনভোগীরা সমগ্র অভিযান চলাকালীন তাঁদের নিকটবর্তী ডিভিশনাল অথবা ওয়ার্কশপের হেল্পলাইন কেন্দ্রগুলিতে গিয়ে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিতে পারবেন। বিশেষত যেসব পেনশনভোগীর প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে, তাঁরা যাতে কোনও অসুবিধা ছাড়াই সহজে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৫.০ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য পেনশনভোগীরা পূর্ব রেলের নির্ধারিত সরকারি পোর্টাল https:ipension.nic.indlcportal দেখতে পারেন। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানান, জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পেনশনভোগীদের কাছে সহজলভ্য ও দ্রুত সাড়া প্রদানকারী সহায়তা পরিষেবা পৌঁছে দিতে পূর্ব রেল নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ, মসৃণ ও সম্পূর্ণ ঝঞ্ঝাটমুক্ত করে তোলার পাশাপাশি পেনশনভোগীদের সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা প্রদানে পূর্ব রেল অঙ্গীকারবদ্ধ। এই বিশেষ হেল্পলাইন কেন্দ্রগুলি সেই অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

ক্রীতদাস ব্যবসার কলঙ্ক! ভারত-সহ ৫৬ দেশের কাছে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত ব্রিটেন

নয়াদিল্লি,৪ নভেম্বর ঃ ইতিহাসের পাতায় রয়ে গিয়েছে এক ভয়াবহ অধ্যায়। আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছিল এই অমানবিক বাণিজ্য। আর সেই দাস ব্যবসার অন্যতম প্রধান কারবারি ছিল ব্রিটেন। এবার অতীতের সেই নৃশংসতার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত ব্রিটিশ সরকার। ভারত-সহ ৫৬টি দেশের কাছে অতীতের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে তারা। তবে ক্ষমা চাইতে রাজি হলেও আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি মানতে নারাজ ব্রিটেন। অতীতের অন্যায়ের দায় বর্তমান প্রজন্মের উপর চাপানো যায় না বলেই যুক্তি ব্রিটিশ সরকারের।সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। শুক্রবার ব্রিটিশ সংবাদপত্র ' গার্ডিয়ান'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে চলা দাস ব্যবসার শিকার মানুষ এবং তাঁদের উত্তরসূরিদের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা শুরু করতে প্রস্তুত ব্রিটেন। অতীতের সেই ভয়াবহ ঘটনার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার যে দাবি উঠছে, তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেও রাজি সরকার। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সেই সময় ক্রীতদাসদের যে অমানবিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল, তা উপলব্ধি করা জরুরি। এই নিষ্ঠুরতার প্রভাব আজও সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি। ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায়কে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। তাই ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধানের পথ খুঁজতে চায় ব্রিটিশ সরকার। তবে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়ে নমনীয় হলেও



ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নে অবস্থান যথেষ্ট কঠোর রেখেছে লন্ডন। বার্নহ্যামের যুক্তি, বর্তমান ব্রিটিশ নাগরিকদের অতীতের সেই অন্যায়ের জন্য দায়ী করা যায় না। তাঁর মতে, দাস ব্যবসা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সময়ে এবং ভিন্ন আইনি ব্যবস্থার অধীনে। সেই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ব্রিটিশ জনগণ বা সরকারের সরাসরি কোনও ভূমিকা নেই। ফলে কয়েক শতাব্দী আগের অপরাধের জন্য আজকের প্রজন্মকে আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ করা যুক্তিসংগত নয়। অর্থা আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি আলোচনায় থাকলেও ক্ষতিপূরণের দাবি আপাতত খারিজ করতেই চাইছে ব্রিটেন। আগামী সপ্তাহে অ্যাংটিগুয়া ও বার্বুডায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন। তার আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সম্মেলনে ক্যারিবিয়ান দেশগুলির তরফে দাস ব্যবসার জন্য ব্রিটেনের কাছে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা এবং ক্ষতিপূরণের দাবি তোলা হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরেই এই দেশগুলি ঐতিহাসিক অন্যায়ের স্বীকৃতি এবং তার উপযুক্ত প্রতিকার দাবি করে আসছে। ফলে সম্মেলনের আগে ব্রিটিশ সরকারের এই অবস্থানকে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে সফর করছেন। বাহামাস সফরের সময়ও তিনি ক্রীতদাস প্রথার ভয়াবহ ইতিহাসের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে প্রাণ হারানো মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। তবে এতদিন পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক অন্যায়ের জন্য ব্রিটেনের তরফে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নে স্পষ্ট পদক্ষেপ দেখা যায়নি। এবার সেই অবস্থানে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। ব্রিটেন অবশ্য নিজেদের অবস্থানের পক্ষে আরও একটি যুক্তি তুলে ধরছে। তাদের দাবি, দাস ব্যবসা থেকে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। তবে পরবর্তী সময়ে দাসপ্রথা বিলোপের ক্ষেত্রেও ব্রিটেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দাসপ্রথা বিলোপের আইন পাস করে। যদিও দাসপ্রথা বন্ধ হলেও ঔপনিবেশিক শোষণ বন্ধ হয়নি। ভারত-সহ বিশ্বের একাধিক দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। ইতিহাস বলছে, ১৫ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা অন্তত ১ কোটি ২৫ লক্ষ আফ্রিকান মানুষকে অপহরণ করে দাস হিসেবে বিক্রি করেছিল। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষকে ব্রিটিশদের মাধ্যমে আটলান্টিক পেরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক হিসাব থেকে জানা যায়। পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অমানবিক পরিবেশে জাহাজে চাপিয়ে তাঁদের বিভিন্ন উপনিবেশে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে কৃষিকাজ, খনি এবং অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজে বাধ্য করা হত তাঁদের। সব মিলিয়ে কয়েক শতাব্দী আগের ক্রীতদাস ব্যবসার দায় স্বীকার, আনুষ্ঠানিক ক্ষমা ।এবং ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে নতুন করে আন্তর্জাতিক বিতর্কের মুখে ব্রিটেন। একদিকে ইতিহাসের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রস্তুতি, অন্যদিকে আর্থিক দায় নিতে অস্বীকার-দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে লন্ডন। এখন দেখার, কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভারত-সহ ৫৬টি দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর ব্রিটেনের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন আসে কি না।

রাস্তা তৈরির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎলাইনে স্পর্শ, রাজস্থানে মৃত্যু ৮ শ্রমিকের

ঝুনঝুনু, ৪ নভেম্বর ঃ রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের সঙ্গে হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎলাইনের সংস্পর্শ ঘটতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন একাধিক শ্রমিক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৮ জনের। গুরুতর আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল। সেই কাজ করতে গিয়েই ঘটে গেল ভয়াবহ বিপর্যয়। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন আটজন শ্রমিক। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলার ছাপোলি গ্রামের কদম কুন্ড এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে সেখানে রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল। কিন্তু কাজের সময় নির্মাণযন্ত্রের সঙ্গে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎলাইনের সংস্পর্শ ঘটে। আর তাতেই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তা তৈরির কাজে একটি ভারী নির্মাণযন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল। কাজ চলাকালীন আচমকাই যন্ত্রটির উপরের অংশ রাস্তার উপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তারের সংস্পর্শে আসে। এর ফলে যন্ত্রটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে শুরু করে। কাছাকাছি থাকা শ্রমিকরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই আটজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। ঝুনঝুনুর জেলা কালেক্টর অরুণ গর্গ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই প্রশাসনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়। তিনি বলেন, টেলিফোনে খবর পাওয়ার পর তাঁরা ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা নির্মাণের কাজ করছিলেন। সেই সময় কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রটি উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুলাইনের সংস্পর্শে চলে আসে। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। সমাজমাধ্যমে শোকবার্তায় তিনি জানান, ঝুনঝুনুতে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করার পাশাপাশি আহতদের দ্রুত সুস্থতা প্রার্থনা করেছেন তিনি। শোক প্রকাশ করেছেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও।

একটি রাস্তা নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে এভাবে একসঙ্গে আটজন শ্রমিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। কীভাবে নির্মাণযন্ত্রটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎলাইনের এত কাছে পৌঁছল, কাজের সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাবিধি মানা হয়েছিল কি না এবং এই দুর্ঘটনার জন্য কারও গাফিলতি দায়ী কি না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের দিকেই এখন তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

AFFIDAVIT
I, Samir Kumar Paul, S/O. Satyendra nath Paul, residing at Kamarpatti Road, Ward No. 04, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736159. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2013 0899431, Wherein my and my father's name has been recorded as Samir Kr Paul, S/O. Lt. Satyandra Nath Paul. That Said Samir Kumar Paul, S/O. Satyendra nath Paul and Samir Kr Paul, S/O. Lt. Satyandra Nath Paul, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 17,dt. 30/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT
I, Anup Kr Sarkar, S/O. Gajadish Sarkar, residing at Vill. Chilakhana, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736159. That my father's full, good and correct name is Gajadish Sarkar, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2015 0948022, Wherein my father's name has been recorded as Jagadish Sarkar. That Gajadish Sarkar and Jagadish Sarkar, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.14 , dt. 04/11/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT
I, Rashidul Miah, S/O. Tasir Miah, residing at Vill. Uttar Maradanga, Maruganj, P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736156. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2014 0926906, Wherein my and my father's name has been recorded as Rasidul Miya, S/O. Tachir Miya. That Said Rashidul Miah, S/O. Tasir Miah and Rasidul Miya S/O. Tachir Miya, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 28AC 743799,dt. 04/11/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE
I, Arun Kumar Satpati(old name) S/O- Bhanukanti Satpati resident of Vill. Brajaballavpur, P.O.-Brajaballavpur, P.S-Pathar Pratima, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743371, WB have changed our name and shall be known as Arun Satpati(New Name) which is recorded in his birth certificate Regd. No. 3351 in all purpose, vide affidavit No. 19400 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas on 28/10/2026. Arun Kumar Satpati and Arun Satpati both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SALIM REJ BISWAS S/O- Late Anowar Hossain Biswas resident of Vill. & P.O

মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কি এবার একসঙ্গে মিছিলে হাঁটবেন অধীর চৌধুরী? কী জানালেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৪ নভেম্বর ঃ রাজ্যে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে জোট হবে কিনা তা নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন পর 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক হিসেবে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিল্লিতে একের পর এক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে তাঁরা বিজেপির বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা ও জোটের পথ খোলা রাখছেন। তবে আগামীদিন মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অধীর চৌধুরীকে রাজনৈতিক মিছিলে পা মেলাতে দেখা যাবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী ধোঁয়াশা বজায় রেখে দিলেন। বুধবার বহরমপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অধীর চৌধুরীর বলেন, শমীক ভট্টাচার্য ছাড়া বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বের অনেকেই একসময় মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে মিছিলে হেঁটেছেন। তবে আমাকে কখনো কোনোদিন তাঁর সঙ্গে মিছিলে হাঁটতে দেখা যায়নি। সিপিএমের বহু সমালোচনা করা সত্ত্বেও আমি একসময় বামেদের সঙ্গে জোট করেছিলাম। কিন্তু বামেদের সঙ্গে জোট করে আমার চলতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বামেদের সঙ্গে এই জোট আমি বুঝে শুনেই করেছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল তাদের সঙ্গে একসঙ্গে চলা যায়। কিন্তু তার মানে এই নয় তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ ছিল না। বামেদের বিরুদ্ধে আমার এক কোটি অভিযোগ ছিল। তাদের বিরুদ্ধে আমি লড়াইও করেছি কিন্তু আমি কখনো আমার সেই মতামত থেকে পিছিয়ে আসিনি। অধীর চৌধুরী বলেন, তৃণমূল নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই দিল্লিতে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেছেন। সোনিয়া গান্ধীর মধ্যেই নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বলে তারা তাঁকে নিজেদের নেত্রী বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সোনিয়া গান্ধী এখন একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। সারা ভারতবর্ষে এমন কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী নেই যারা তাঁকে অসম্মান করার মানসিকতা ব্যক্ত করে। এরপরই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে অধীর চৌধুরী বলেন, সোনিয়া গান্ধীকে কেউ নেত্রী বলা মানে এই নয় যে অন্যরা যাবতীয় যোগ -বিয়োগ গুন ভাগ শুরু করে দিলেন (পড়ুন কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হয়ে গেছে)। ভারতবর্ষে তৃণমূলের সঙ্গে কী হবে তা আমি ঠিক করে দিতে পারি না। তবে পশ্চিমবঙ্গে গত ১৫ বছরে তৃণমূলের অত্যাচারে এবং প্রশাসনকে ব্যবহার করার কারণে কংগ্রেস তছনছ হয়েছে। কংগ্রেস তার সংগঠনকে হারিয়েছে। কংগ্রেস এর ভুক্তভোগী, এটা আমি অস্বীকার করতে আমি পারবো না। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এরপর বলেন, গত ১৫ বছর ধরে আমি মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো করেছি তা থেকে আমি সরে আসছি না। একইভাবে গত ৩৪ বছরে বামেদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো করেছি সেখান থেকেও আমি সরে আসছি না। এটাই আমার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান। অধীর চৌধুরী বলেন, ভবিষ্যতে কী হবে তা আমি জানি না। কংগ্রেস সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তারপর আমি যা বলার বলব।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে তিন জোড়া ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ৪ নভেম্বর ঃ দীপাবলি ও ছট পূজার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পোদানুর ও নিউ তিনসুকিয়া, লুধিয়ানা ও পূর্ণিয়া এবং টাটানগর ও লাভার মধ্যে তিন জোড়া ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন চলাচল করবে। এই স্পেশাল পরিষেবাগুলো মোট ১৪টি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে, যা ভ্রমণের অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি করবে এবং উৎসবের মরশুমে নিয়মিত ট্রেনগুলোতে ভিড় কমাতে সহায়তা করবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৬১০১ (পোদানুর-নিউ তিনসুকিয়া) স্পেশাল ট্রেনটি ২০২৬-এর ৫ ও ১৩ নভেম্বর ৪.৩০ ঘন্টায় পোদানুর থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং ২০২৬-এর ৮ ও ১৬ নভেম্বর ৪.৩০ ঘন্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৬১০২ (নিউ তিনসুকিয়া-পোদানুর) স্পেশাল ট্রেনটি ২০২৬-এর ৮ ও ১৬ নভেম্বর ২২.০০ ঘন্টায় নিউ তিনসুকিয়া থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং ২০২৬-এর ১১ ও ১৯ নভেম্বর ২৩.৩০ ঘণ্টায় পোদানুর পৌঁছাবে। ট্রেনটি উভয় দিকে দুটি করে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৪৬৬০ (লুধিয়ানা-পূর্ণিয়া) রিজার্ভড ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২০২৬-এর ৫ ও ৯ নভেম্বর ১২.০০ ঘন্টায় লুধিয়ানা থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং পরের দিন ২১.৩০ ঘন্টায় পূর্ণিয়া পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৪৬৫৯ (পূর্ণিয়া- লুধিয়ানা) রিজার্ভড ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২০২৬-এর ৬ ও ১০ নভেম্বর ২৩.৩০ ঘন্টায় পূর্ণিয়া থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং ২০২৬-এর ৮ ও ১২ নভেম্বর ৬.৫০ ঘন্টায় লুধিয়ানা পৌঁছাবে। ট্রেনটি উভয় দিকে দুটি করে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। ট্রেন নং.০৮১৮১ (টাটানগর-লাভা) স্পেশাল ট্রেনটি ২০২৬-এর ৫ নভেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার ১৩.০০ ঘন্টায় টাটানগর থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং পরের দিন ০৪.৫০ ঘন্টায় লাভা পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং.০৮১৮২ (লাভা-টাটানগর) স্পেশাল ট্রেনটি ২০২৬-এর ৬ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ০৫.২০ ঘন্টায় লাভা থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং একই দিন ২৩.৫০ ঘন্টায় টাটানগর পৌঁছাবে। ট্রেনটি উভয় দিকে তিনটি করে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। এই ট্রেনগুলোর স্টপেজ ও সময়সূচি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও প্রকাশিত হচ্ছে। যাত্রীদের যাত্রা শুরুর পূর্বে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।



টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN - L01132WB1893PLC000742

রেজি. অফিস ঃ ১৫ বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১

ফোনঃ ২২৪৮ ৭৬৮৫, ২২১০- ০৫৪০, ফ্যাক্স ঃ ৯১- ৩৩-২২১০- ০৫৪১

ইমেলঃ info@tonganitea.com, ওয়েবসাইট ঃ www.tonganitea.com,

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের জন্য একক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	চলমান বছরের শুরু থেকে বর্তমান সময় ৩০ সেপ্টেম্বর ২৬ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক ৩০ জুন ২৫ (অনিরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	৩৮৫.৭১	৫৬৫.৮৭	৩৭৩.৭৬
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ আইটেম)	৯৯.৮২	১৪০.১০	১৩১.৮১
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৯৯.৮২	১৪০.১০	১৩১.৮১
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) (ট্যাক্স পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	৯৯.৮২	১৪০.১০	১৩১.৮১
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় সময়কাল [লাভ সমন্বিত / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	৯৯.৮২	১৪০.১০	১৩১.৮১
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য ১০ /- টাকা প্রতি)	১৮.৫৮	১৮.৫৮	১৮.৫৮
৭.	অন্যান্য মূলধন (Ind AS অনুযায়ী)	১২৭০.৩৪ তারিখ ৩১.৩.২৬	১২৭০.৩৪ তারিখ ৩১.৩.২৬	১২৪৭.০৯ তারিখ ৩১.৩.২৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- প্রতিটি) ক) মূল খ) মিশ্র	৫৩.৭২ ৫৩.৭২	৭৫.৪০ ৭৫.৪০	৭০.৯৪ ৭০.৯৪

বিঃদ্রঃ

ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টকে উপলব্ধ এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটঃ www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://tonganitea.com/pdf/sqfr_sep_2026.pdf এ পাওয়া যাবে।

খ) উপরে উল্লিখিত নিরীক্ষাবিহীন ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৪ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক ও ছয় মাসের জন্য বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক সীমিত পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৪ নভেম্বর, ২০২৬

স্বা /-
মনোজ কুমার দাগা
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

আত্রেয়ী পুনর্ভবায় ৩ লক্ষ মাছের পোনা ড্যাম সরানোর আশ্বাস সুকান্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৪ নভেম্বর ঃ নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ফিরিয়ে আনা এবং মৎস্যসম্পদ রক্ষার উদ্যোগে আত্রেয়ী ও পুনর্ভবা নদীতে প্রায় তিন লক্ষ মাছের পোনা অবমুক্ত করা হল। বুধবার মৎস্য



দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার। একই সঙ্গে আত্রেয়ী নদীর উপর তৈরি ভাঙা ও অবৈজ্ঞানিক ড্যাম সরানোর আশ্বাস দেন তিনি। তবে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় স্থায়ী সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার কথাও জানান সাংসদ। সুকান্ত জানান আত্রেয়ী ও পুনর্ভবা নদীতে দেড় লক্ষ করে মোট তিন লক্ষ মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। এর মধ্যে আত্রেয়ী নদীর পরিচিত প্রজাতি রাইখরের পাঁচ হাজার পোনাও রয়েছে। নদীর দেশীয় মাছের বৈচিত্র্য ফিরিয়ে আনা এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। তাঁর দাবি পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম দক্ষিণ দিনাজপুরে নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরও কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করেছেন তিনি। নদীর সঙ্গে জনপদের অস্তিত্বের সম্পর্ক তুলে ধরে সুকান্ত বলেন নদীই যে কোনও সভ্যতার মা। তাঁর বক্তব্য আত্রেয়ী নদীর সঙ্গে বালুরঘাট শহরের পরিবেশ ও ভূগর্ভস্থ জলস্তরের সম্পর্ক রয়েছে। নদীর জলপ্রবাহ কমে গেলে তার প্রভাব পড়তে পারে শহরের পুকুর নলকূপ ও পাম্পের জলেও। নদী সংরক্ষণ বলতে শুধু জল বাঁচানো নয় মাছ সহ সামগ্রিক জলজ জীববৈচিত্র্য রক্ষা করাও জরুরি। এ দিনের কর্মসূচিতে আত্রেয়ীর উপর তৈরি ভাঙা ড্যাম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সাংসদ। তাঁর অভিযোগ বালি দিয়ে তৈরি অস্থায়ী ড্যাম ভেঙে যাওয়ায় নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। কোথাও জলস্তর কমছে কোথাও নদীভাঙনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর জেরে বসতবাড়ির ক্ষতি এবং নদীতে পড়ে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি। সুকান্ত জানান, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। আপাতত ভাঙা ড্যাম সরানোর ব্যবস্থা করা হবে। পুজোর পরে বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবেন। তবে শুধু ড্যাম সরিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় বলে মনে করেন সাংসদ। নদী ও মৎস্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাধানের পথ খোঁজার কথা জানান তিনি। বাংলাদেশের দিকে থাকা রাবার ড্যামের প্রভাবেও জলপ্রবাহে সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি করেন সুকান্ত। নদী সংরক্ষণের পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। আগের সরকারের আমলে রাজ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়নে গতি ছিল না বলে অভিযোগ করেন সাংসদ। দক্ষিণ দিনাজপুরে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসন ও মৎস্য দফতরের উদ্যোগের প্রশংসাও করেন তিনি।

মেট্রো রেলে 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট' ক্যাম্পের সূচনা

কলকাতা, ৪ নভেম্বর ঃ কলকাতা মেট্রো রেল, পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের সুবিধার্থে 'ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট' ক্যাম্পের আয়োজন শুরু করেছে। আজ, ০৪.১১.২০২৬ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে প্রথম ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়। মেট্রোর পেনশনভোগীরা আধার কার্ড, পিপিও , ব্যাঙ্ক পাসবুক/ পেনশন অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং আধার ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল



ফোন নিয়ে এই ক্যাম্পে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ক্যাম্পে মেট্রো রেলের আধিকারিকরা পেনশনভোগীদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে সহায়তা করেন। পেনশনভোগীরা এমন একটি ক্যাম্প আয়োজনের জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রক্রিয়াটিকে সহজ ও সাবলীল করার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। মেট্রো রেলের আধিকারিকদের পাশাপাশি ব্যাঙ্কের আধিকারিকরাও এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। পেনশনভোগীদের সুবিধার্থে আগামী ০৫.১১.২০২৬ (বৃহস্পতিবার), ০৬.১১.২০২৬ (শুক্রবার), ১৮.১১.২০২৬ (বুধবার), ১৯.১১.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) এবং ২০.১১.২০২৬ (শুক্রবার) তারিখেও মেট্রো রেল ভবনে এই ধরনের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। যে সমস্ত মেট্রো পেনশনভোগী বা পারিবারিক পেনশনভোগী এই ক্যাম্পগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের আধার কার্ড, পিপিও, ব্যাঙ্ক পাসবুক / পেনশন অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং আধার ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বার্ষিক লাইফ সার্টিফিকেট বা জীবন প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হলো ৩০.১১.২০২৬।

ঝালদায় কালীপুজোর চাঁদা তুলতে গিয়ে জুলুমবাজি! দুই সিভিক ভলান্টিয়ারকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৪ নভেম্বর ঃ কালীপুজোর চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে বেপরোয়া জুলুমবাজি রুখতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন দুই সিভিক ভলান্টিয়ার। পুরুলিয়ার ঝালদা শহরের বাসস্ট্যান্ড চত্বরে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করে তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঝালদা শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাতের দিকে ভারী পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে বাসস্ট্যান্ডের উপর দিয়ে যাতায়াত করানো হয়। অভিযোগ, মঙ্গলবার ভোরে কয়েকজন যুবক ওই গাড়িগুলি আটকে জোর করে কালীপুজোর চাঁদা আদায় শুরু করেন। চালকেরা চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তাঁদের মারধর করা হয়। সেই সময় বাসস্ট্যান্ডে ডিউটিতে থাকা দুই সিভিক ভলান্টিয়ার মনোজকুমার মাহাতো ও অশোক মাহাতো বিষয়টি দেখে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই অভিযুক্ত যুবকেরা পালিয়ে যায়। অভিযোগ, পুলিশ চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দলবল নিয়ে ফের ফিরে আসে এবং কর্তব্যরত ওই দুই সিভিক ভলান্টিয়ারকে বেধড়ক মারধর করে। পরে ফের পুলিশ খবর পেয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে ঝালদা ১ ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসকেরা জানান, মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে মারাত্মক চোট পেয়েছেন অশোক ও মনোজ দুজনেই। এই ঘটনার পরই পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে কুণাল রাজোয়াড়, বিবেক কান্দু ও দীপক কান্দু- এই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার তাঁদের পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হয়। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, চাঁদা আদায়ের নামে কোনোরকম আইনভঙ্গ বা জবরদস্তি বরদাস্ত করা হবে না। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে ঝালদা থানার পুলিশ।

গাঁজা উদ্ধার, আটক এক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ নভেম্বর ঃ বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। মঙ্গলবার, ৩ নভেম্বর রাতে জামালপুর ব্লকের সিবি গ্রাউন্ড সংলগ্ন দামোদর তীরবর্তী এলাকা থেকে প্রায় ২ কেজি ৩৮ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে জামালপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিবি গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। দামোদর তীরবর্তী রাস্তার ধারে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। এরপর তাঁর কাছে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত এলাকায় পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। উপস্থিত হন জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পঙ্কজ নস্কর এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পার্থসারথি দে। তাঁদের উপস্থিতিতে অভিযুক্তকে আটক করার পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এর পিছনে কোনও বড় মাদক পাচার চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যদের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে জামালপুর থানার পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (iv), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএমবিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ** -এর অধীনে। **ক্র.নং. ১; ই-টেন্ডার নং.: ২৭৮_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিসন সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে এইএন/রামপুরহাট-এর অধীনে সিটিআর(পি): ১.২২৯ টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে:- আজিমগঞ্জ - নলহাটি - নলহাটি কমন লুপ (০ - ১.২২৯) = ১.২২৯ কিমি টিআরআর (পি): ৪৫.০২ টিকেএম, নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে: রামপুরহাট-দুমকা: এসএল ১১৭.০০০ - ১৩৭.০০০ = ২০ কিমি, এসএল ১৪৭.০০০ - ১৫৩.০০০ = ৬ কিমি; নলহাটি - বনিডাঙ্গা: ডাউন ১২৮.০০০ - ১৩০.০০০ = ২ কিমি; রামপুরহাট-দুমকা: এসএল ১৩৭.০০০ - ১৪৭.০০০ = ১০ কিমি, এসএল ১৫৬.০০০ - ১৬২.২০০ = ৬.২ কিমি; সাঁইথিয়া-নলহাটি: আপ ১১২.০০০ - ১১২.৮২০ = ০.৮২ কিমি। **আনুমানিক মূল্য :** ৪,০০,৫৫,৩১৯.৯৯; **বায়না অর্থ :** ৮,০১,১০০.০০ টাকা; **ক্র.নং. ২; ই-টেন্ডার নং.: ২৭৯_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ :** হাওড়া ডিভিসন সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতন-এর অধীনে টিআরআর(পি) ১৩.৫৬২ টিকেইএম নিম্নলিখিত স্থান সমূহে খানা-সাঁইথিয়া আপ লাইনে ৪৯.৬২০-৫০.১৭৭ = ০.৫৫৭ কিমি, আপ ৫৭.২৯৫-৫৮.০৫০ = ০.৭৫৫ কিমি; সাঁইথিয়া-নলহাটি : রিভার্স লাইন ৭১.৮০০-৭৬.৯৭০ = ৫.১৭ কিমি, রিভার্স লাইন ৭৮.৫২০-৮৫.৬০০ = ৭.০৮ কিমি টিএসআর(পি) - ২.৪২৬ টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে খানা-সাঁইথিয়া : আপ ২৩-২৫.৪২৬ = ২.৪২৬ কিমি তৈয়বপুর - ৩৩.২৫৯ টিকেইএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে : খানা-সাঁইথিয়া : ডাউন ৪৪.৩০০-৪৪.৬০০ = ০.৩০০ কিমি, ৪৫.৯০০-৪৮.৩০০ = ২.৪০০ কিমি, ৫৭.২৫০-৫৮.০০০ = ০.৭৫০ কিমি, ৫৮.৩০০-৬০.০০০ = ১.৭০০ কিমি, ৬৩.৬৩৫-৬৫.১০০ = ১.৪৬৫ কিমি; আপ ৪.৯০০-৬.৯০০ = ২.০০০ কিমি, ১০.৮৩৮-১৩.০৯০ = ২.২৫২ কিমি, ১৪.৯০০-১৬.৫০০ = ১.৬০০ কিমি, ৩৮.০৯৫-৩৮.৭০০ = ০.৬০৫ কিমি, ৩৯.৯২০-৪১.৯৮৭ = ২.০৬৭ কিমি, ৪৩.১৭৭ কিমি - ৪৩.৪৫০ = ০.২৭৩ কিমি, ৪৩.৫২০ – ৪৫.৯০০ = ২.৩৮০ কিমি, ৪৯.২০০ – ৫২.৩০০ = ৩.১০০ কিমি, ৫৬.০০০ – ৫৬.২০০ = ০.২০০ কিমি, ৬০.০৫১ - ৬০.১৪০ = ০.১২৫ কিমি, ৬০.২০০–৬০.৬৬৫ = ০.৪৬৫ কিমি, ৬৯.৪৬৫–৭০.০৬৫ = ০.৬০০ কিমি, ৭০.৩৬৫–৭০.৬৬৫ = ০.৩০০ কিমি; সাঁইথিয়া – নলহাটি: ডাউন ৭২.১০০–৭৩.৬০০ = ১.৫০০ কিমি, ৮৪.১০০–৮৫.৬৬০ = ১.৫৬০ কিমি, রিভার্স লাইন ৭২.০০০-৭২.৬০০ = ০.৬০০ কিমি, আপ ৭২.৮০০-৭৬.০০০ = ৩.২০০ কিমি, ৭৬.২১০–৭৬.৩৫৫ = ০.১৪৫ কিমি, ৭৭.২৬০–৭৭.৭৯৭ = ০.৫৩৭ কিমি, ৭৮.১৬৫–৭৮.২০০ = ০.০৩৫ কিমি, ৮১.৬০০–৮৪.৭০০ = ৩.১০০ কিমি; টিটিআর – ১৯ সেট (টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি) – ১২ তে ১ – ১২ সেট, ৮.৫ এ ১ – ৩ সেট, ডিরেলিং সুইচ – ৪ সেট টিএফআর – ১.৪০ টিকেএম; নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ভীমগড়া – সাঁইথিয়া: আপ ৭০.৭০০–৭২.১০০ = ১.৪০০ কিমি; ডিপ স্ক্রিনিং: ১২ তে ১ – ২৪ সেট এবং ৮.৫ এ ১ – ৯ সেট। **আনুমানিক মূল্য :** ৩,৫৩,২২,৩১৮.২৮ টাকা; **বায়না অর্থ :** ৭,০৬,৫০০.০০ টাকা; **ক্র.নং. ৩; ই-টেন্ডার নং.: ২৮৯_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ :** হাওড়া ডিভিসনে শাখা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ইয়ার্ড, সাইডিংগুলিতে সিবি-র বন্দোবস্ত। **আনুমানিক মূল্য :** ৮৮,৯৪,৬১৯.০৩ টাকা; **বায়না অর্থ :** ১,৭৭,৯০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য (ক্র. নং. ১ থেকে ৩ এর জন্য); **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ১২ (বারো) মাস (ক্র. নং. ১ থেকে ৩ এর জন্য); **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৫/১১/২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in.** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প

হার্দিককে পেতে শেষ মুহূর্তে আসরে রাজস্থান! যশস্বীর সঙ্গে মুম্বইকে বিঞ্চোইকে দিতে তৈরি

জয়পুর, ৪ নভেম্বরঃ হার্দিক পাণ্ডিয়া ও আইপিএল ট্রেড নাটক। এ যেন শেষ হওয়ার নয়। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ককে পেতে ঝাঁপিয়েছে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি। জানা গিয়েছিল, পাঞ্জাব কিংস নাকি অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে সেই যুদ্ধে। কিন্তু এতটাও সহজ হবে না। এবার মঞ্চে অবতীর্ণ আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি। আর সেই দল এমন প্রস্তাব



দিতে চলেছে, যা সম্ভবত ফেলতে চাইবে না মুম্বই। আইপিএলের রিটেনশন পর্ব যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে জল্পনা। তারকা অলরাউন্ডার যে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়ছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত। এবারের গন্তব্য কোথায়? সিএসকে, কেকেআর, পাঞ্জাব কিংস লাইনে আছে। নাইটরা ততটা আগ্রহী নয়। বরং শোনা গিয়েছিল, পাঞ্জাব অনেকটা এগিয়ে। এমনকী প্রীতি জিন্টার দল অর্শদীপ সিংকে ট্রেড করাতে চায়। তার সঙ্গে দেবে উইকেটকিপার-ব্যাটার বিষ্ণু বিনোদকে। কিন্তু এত সহজে না! এবার লড়াইয়ে নেমেছে রাজস্থান রয়্যালস। এর আগেই হার্দিকের বদলে রাজস্থানের ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে দলে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল মুম্বই। অবশেষে তাতে 'হ্যাঁ' জানাতে পারে রাজস্থান। তার সঙ্গে স্পিনার রবি বিষ্ণোইকেও দিতে পারে তারা। সঞ্জু স্যামসন চলে যাওয়ার পর রিয়ান পরাগকে অধিনায়ক করা হয়। যশস্বীকে সেই জায়গা দেওয়া হয়নি। এছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটে ঝড়ের বেগে উত্থান ঘটেছে বৈভবের। ১৫ বছর বয়সি তারকার সঙ্গে ওপেনে নামতে হয় যশস্বীকে। ফলে যেরকমই খেলুক না কেন, বৈভবের ছায়ায় চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গুঞ্জন ছিল, যশস্বী নিজেই রাজস্থান ছাড়তে চায়। তাতে আর্থিকভাবে ক্ষতি হবে রাজস্থানেরই। ২০২৬ সালের মরশুমের আগে হার্দিককে ১৬.৩৫ কোটি টাকায় ধরে রেখেছিল মুম্বই। অন্যদিকে, রাজস্থান যশস্বীকে রিটেন করেছিল ১৮ কোটি টাকায়। এবার প্রশ্ন হল, রাজস্থান কি সত্যিই আগ্রহী? নাকি পাঞ্জাবকে চাপে ফেলার অঙ্কে নেমেছে?

বল হাতে আগুন ঝরালেন অর্শদীপ, ব্যাটে বিরাটের দাপট!

অকল্যান্ডে অনায়াস জয় ভারতের

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ৪ নভেম্বরঃ বৃষ্টিতে বারবার বিঘ্ন। ওভার কমে নতুন লক্ষ্যমাত্রা। ক্রমিক ছন্দপতন। তবু অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে দাপট দেখাল ভারত। নিউজিল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল 'মেন ইন ব্লু'। ডার্কওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ৩২ ওভারে টিম ইন্ডিয়ার সামনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪৩ রান। মাত্র ২২.৪ ওভারেই সেই রান তুলে নেয় শুভমান গিলের দল। সৌজন্যে, অর্শদীপ সিংয়ের বোলিং এবং বিরাট কোহলির ৩৫ বলের হাফসেঞ্চুরি। টস জিতে শুরুতে বোলিং নেওয়ার গিলের সিদ্ধান্তকে একশো শতাংশ সঠিক প্রমাণ করেন ভারতীয় পেসাররা। মেঘলা আকাশের সুবিধা কাজে লাগিয়ে একাই চার উইকেট তুলে নেন অর্শদীপ। সাজঘরে ফেরান উইল ইয়ং, হেনরি নিকোলসদের। তরুণ গুরনুর ব্রারও কম যাননি। টিম সেইফার্টকে (সর্বোচ্চ ৩৮) আউট করে ঝুলিতে ৪৪ রানে ৩ উইকেট। ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপসরা চেষ্টা করলেও, রোহিত শর্মার ক্ষিপ্র রান-আউট এবং অংশুল কাম্বোজের বোলিংয়ে মাত্র ১৮৫ রানেই (৪০.২ ওভার) গুটিয়ে যায় কিউয়ি ইনিংস। তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই কাইল জেমিসনের বলে শূন্য রানে আউট হন রোহিত। তবে সেই ধাক্কা সামলে নেন বিরাট কোহলি ও গিল। দুজনের ১১৩ রানের বিশাল পার্টনারশিপ। বৃষ্টির কারণে ১৮ ওভার নষ্ট হওয়ার পর, খেলা শুরু হতেই গিয়ার বদলান বিরাট। মাত্র ৩৫ বলে কেরিয়ারের ৮০তম হাফসেঞ্চুরি। শুধু তাই নয়, ওয়ানডে ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে তিন নম্বরে নেমে ১৩ হাজার রানের অবিশ্বাস্য মাইলস্টোনও ছুঁয়ে ফেলেন তিনি। ১ উইকেটে ১১৪ রান থেকে একটা সময় ১৪৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে সামান্য চাপে পড়েছিল ভারত। গিলের উইকেট নেন নাথান স্মিথ। এরপর জ্যাকব ডাফির পরপর দু'বলে আউট হন কোহলি ও অক্ষর প্যাটেল। শ্রেয়স আইয়ারও উইকেট ছুড়ে আসেন। তবে শুরুতে বিরাট-গিল জুটির তৈরি করা মজবুত ভিতের সুবাদে জয় পেতে বেগ পেতে হয়নি। ২২তম ওভারেই ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় ভারত।



ইয়ামাল-হাফিনিয়ার নৈপুণ্যে ভিলাকে হারাল বার্সেলোনা

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ৪ নভেম্বরঃ কাম্প ন্যুয়ে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করেছেন অধিনায়ক হাফিনিয়া। আগের রাউন্ডে পিএসজির মাঠে ৪-২ গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা। পরে লা লিগায় ফিরে তারা ক্লাসিকোয় হেরে যায় রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে। দুই দিন আগে আলাভেসকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে ঘরোয়া লিগে জয়ে ফেরার পর, এবার ইউরোপ সেরার মঞ্চেও জয়ের পথে ফিরল স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। এই জয়ে পয়েন্ট তালিকায় নবম থেকে এল লাফে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে বার্সেলোনা। চার ম্যাচে তিন জয়ে আরও পাঁচ দলের সমান ৯ পয়েন্ট তাদের। সমান পয়েন্ট নিয়ে বার্সেলোনার পরই আছে ভিলা। টানা তিন জয়ের পর আসরে প্রথম হারের স্বাদ পেল উনাই এমেরির দল। ম্যাচে বল দখলের পাশাপাশি আক্রমণেও এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। গোলের জন্য ১৫ শটের ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। ভিলার সাত শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল।



স্পেনে সম্প্রতি ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ও সোমবার দ্বিতীয় বিভাগের ম্যাচে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের সঙ্গে সংঘর্ষে গুরুতর আঘাত পাওয়ার পর হাসপাতালে মারা যাওয়া ফুটবলার হেসুস দে মিয়েলের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ম্যাচ শুরুর আগে। ম্যাচ শুরুর আগে থেকে ছিল বৃষ্টি। পঞ্চম মিনিটে প্রথম আক্রমণ শাণায় বার্সেলোনা। ইয়ামালের চমৎকার পাস খুঁজে নেয় ফের্মিন লোপেসকে। তার পাসে বক্সে অ্যান্থনি গর্ডনের শট আটকে দেন ভিলার এক ডিফেন্ডার। পরের মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে হাফিনিয়ার ফ্রি-কিক লক্ষ্যে থাকেনি। এরপরই বার্সেলোনার তীব্র চাপের মুখে পড়ে বক্সে ইয়ামালকে বল দিয়ে বসেন ভিলার মিডফিল্ডার জুয়াও গোমেজ। একটু জায়গা বানিয়ে প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে বাঁ পায়ের শটে জালে পাঠান বিশ্বকাপজয়ী তারকা। এর মধ্য দিয়ে কিলিয়ান এমবাপেকে (১৩) ছাড়িয়ে ২০ বছর বয়সের আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড নিজের করে নিলেন ইয়ামাল (১৪টি)। এই তালিকায় তিন নম্বরে আছে আর্লিং হলান্ড (১০টি)। নবম মিনিটে দুটি ভালো সুযোগ পায় ভিলা। প্রথমে ম্যাটি ক্যাশের জোরাল ভলি পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়, এরপর গোমেজের প্রচেষ্টা রুখে দেন বার্সেলোনা ডিফেন্ডার জুয়াও কান্সেলো। অষ্টাদশ মিনিটে আরেকটি সুযোগ নষ্ট করে সফরকারীরা। নিকোলাস জ্যাকসনের পাস পেনাল্টি স্পটের কাছাকাছি পেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন জোয়ান মানজাম্বি। দুই মিনিট পর পোস্ট ছেড়ে ডি-বক্সের অনেকটা বাইরে এসে জ্যাকসনের সামনে থেকে বল বিপদমুক্ত করেন বার্সেলোনা গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়া। ২৫তম মিনিটে গোলরক্ষক সুজুকির ভুলে বিপদে পড়তে বসেছিল ভিলা। ছোট পাসের চেষ্টায় প্রতিপক্ষের পায়ে বল তুলে দেন তিনি। কাছ থেকে গর্ডনের নেওয়া শট অবশ্য আটকে দেন জাপানের এই গোলরক্ষক। ৩১তম মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে মানজাম্বির শট ফিরিয়ে দেন গার্সিয়া। প্রথমার্ধের শেষ দিকে পাউ কুবার্সির পা মাড়িয়ে দিয়ে হলুদ কার্ড দেখেন জ্যাকসন। দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হাফিনিয়া। লোপেসের পাস বক্সের মুখে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ভেতরে ঢুকে প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। ৬৪তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান আরও বাড়ান হাফিনিয়া। বাঁ দিকে প্রতিপক্ষের একজনের চ্যালেঞ্জ সামলে এগিয়ে চমৎকার এক পাস দেন কান্সেলো, আর ছুটে গিয়ে ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে প্রথম স্পর্শে জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তিন ম্যাচে হাফিনিয়ার গোল হলো চারটি। আর মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩ ম্যাচে তার গোল এখন ১৯টি। শেষ দিকে ইয়ামালের চমৎকার শট ঝাঁপিয়ে পড়া গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে বাইরে গেলে ব্যবধান আর বাড়েনি।

২ গোলে পিছিয়ে পড়েও জিতল ইউনাইটেড

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ৪ নভেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতেছে ইউনাইটেড। ইউরোপ সেরার মঞ্চে চলতি আসরে এটা তাদের দ্বিতীয় জয়। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০ ম্যাচে প্রথম জয় পেল তারা। জোড়া গোল করে ইউনাইটেডের ঘুরে দাঁড়ানো জয়ের নায়ক মাতেউস কুইয়া। আয়োজকদের প্রথম গোলের উৎস যে পেনাল্টি সেটাও তিনিই আদায় করে নিয়েছিলেন। সেটা থেকেই দ্বিতীয়বার শট নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর পথ তৈরি করেন অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ। যোগ করা সময়ে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন কুইয়া। তবে জয় নিয়ে আর ভাবতে হয়নি ইউনাইটেডকে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে একাদশ মিনিটে ম্যাচে নিজেদের প্রথম সুযোগেই এগিয়ে যায় রোমা। বাম দিক থেকে চমৎকার ক্রসে ডান দিকে মাতিয়াস সুলেকে খুঁজে নেন রদ্রিগো মোরা। অনেক সময় পাওয়া সুলে ঠাণ্ডা মাথায় জাল খুঁজে নেন। ১৭তম মিনিটে সফল স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দনিয়েল মালেন। দুই-তিন পা দৌড়ে বাম দিকের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন তিনি। ইউনাইটেড গোলরক্ষক ডাইভ দেন উল্টো দিকে। সুলের শট আইডেন হেভেনের হাতে লাগলে এই পেনাল্টি পায় রোমা। ১৯তম মিনিটে স্কোর লাইন ৩-০ হয়ে যেতে পারত। সুলে শট নেওয়ার আগেই কোনোমতে বল কেড়ে নিতে পারেন হেভেন। ৩৯তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ পায় রোমা। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার সুলে কোনো সতীর্থকে খুঁজে নেওয়ার আগে দারুণ স্লাইডে বল কেড়ে দেন লেনি ইউরো। ৪৫তম মিনিটে মালেনের শট ডাইভ দিয়ে কোনোমতে ঠেকান ইউনাইটেড গোলরক্ষক। ফিরতি শটও ব্যর্থ করে দেন তিনি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে একটুর জন্য জালের দেখা পাননি সুলে। তার বাঁকানো শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্টে লেগে! প্রথমার্ধের শেষ দিকে একটা শট লক্ষ্যে রাখতে পারে ইউনাইটেড। সেটা অনায়াসেই ফেরান রোমা গোলরক্ষক। তখন বোঝার কোনো উপায় ছিল না, দ্বিতীয়ার্ধে কতটা কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হবে তাকে। ৫৫তম মিনিটে কুইয়াকে ডি বক্সে রোমার জানলুকা মানচিনি ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ইউনাইটেড। ৫৭তম মিনিটে ফার্নান্দেজের স্পট কিক ঠেকিয়ে দেন রোমা গোলরক্ষক। কিন্তু শট নেওয়ার আগেই ব্রায়ান ক্রিস্তান্তে ডি বক্সে ঢুকে পড়ায় ফের শট নেওয়ার সুযোগ পান ইউনাইটেড অধিনায়ক। এবার সুযোগ হাতছাড়া করেননি তিনি। ৬০তম মিনিটে এমবুমোর শট কাছের পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে, দূরের পোস্ট ছুঁয়ে ফিরে আসে! দ্রুত আলগা বল ক্লিয়ার করেন রোমার একজন ডিফেন্ডার। ৬৭তম মিনিটে গোললাইন থেকে শট ঠেকিয়ে ব্যবধান ধরে রাখেন রোমা অধিনায়ক ক্রিস্তান্তে। ৮৩তম মিনিটে লিওনার্দো বালের্দির অবিশ্বাস্য ভুলে সুযোগ পেয়ে যান কুইয়া। ফার্নান্দেজের ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে বলে পা ছোঁয়াতে পারেনি বালের্দি। খুব কাছ থেকে বাকিটা সারেন কুইয়া। তিন মিনিট পর দুরূহ কোণ থেকে গতিময় শটে ফের জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ওল্ড ট্র্যাফোর্ড যেন ফেটে পড়ে উল্লাসে। জার্সি খুলে তাদের সঙ্গে উদযাপনে মাতেন কুইয়া। তাতে দেখেন হলুদ কার্ড। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে অহেতুক ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন তিনি। বাকি সময় ইউনাইটেড খেলে ১০ জন নিয়ে। ২০০১ সালের পর প্রথমবার ইংল্যান্ডে কোনো ইংলিশ ক্লাবের বিপক্ষে জয়ের আশা জাগানো রোমার শেষটা হয় হতাশার। অন্যদিকে প্রবল চাপে থাকা ইউনাইটেড দুঃসময় কাটিয়ে আশা জাগাল কক্ষপথে ফেরার। ৪ ম্যাচে দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৭ নম্বরে আছে ইউনাইটেড। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৯ নম্বরে রোমা।



আতলেতিকোর মাঠে বায়ার্ন মিউনিখের জয়

সংবাদ সংস্থা, মিউনিখ, ৪ নভেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার রাতে ২-০ গোলে জিতেছে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। দুটি গোলই তারা করেছে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। ঘরের মাঠে দ্বিতীয় মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় আতলেতিকো। আলেকসান্দার সরলথের ফ্লিকে জুলিয়ানো সিমেওনের পা ঘুরে বল পান হুলিয়ান আলভারেজ। কিন্তু শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার। পঞ্চদশ মিনিটে ডি-বক্সে যথেষ্ট সময় ও জায়গা পেলেও জাল খুঁজে নিতে পারেননি পাবলো বারিওস। বায়ার্নের একজনের গায়ে লেগে হয়ে যায় কর্নার। পাঁচ মিনিট পর দূর থেকে গোলের চেষ্টায় সফল হননি আলভারেজ। তার শট বেরিয়ে যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে। ২৩তম মিনিটে বিপজ্জনক জায়গা থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি বায়ার্ন মিডফিল্ডার কার্ল। পরের মিনিটে একটুর জন্য জালের দেখা পাননি তার সতীর্থ লাইমের। আতলেতিকোকে প্রবল চাপে রাখা বায়ার্ন আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া করে ২৭তম মিনিটে। এবার ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি কেইন। এমন শটে সাধারণত জালের দেখা পান তিনি। তিন মিনিট পর দারুণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি সরলথ। পুবিলের চমৎকার ক্রসে হেড করবেন নাকি পা ওপরে তুলে গোলের চেষ্টা করবেন, এ নিয়ে দ্বিধায় সময় নষ্ট করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বল ক্লিয়ার করেন একজন ডিফেন্ডার। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তিনটি সুযোগ তৈরি করে বায়ার্ন। এর শেষটিতে এগিয়ে যায় জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। ৪৬তম মিনিটে জসুয়া কিমিখের শট ঠেকান আতলেতিকো গোলরক্ষক। ছয় মিনিটে আরেকটি সুযোগ নষ্ট করেন কদিন আগে



বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার ব্যালন ডি'র জেতা কেইন। ৫৪তম মিনিটে ডি-বক্সে হবাঁন লু নহমাঁ ক্লিয়ার করতে দেরি করলে বল কেড়ে নেন কার্ল। খুব কাছ থেকে জাল খুঁজে নেন তিনি। ৭০তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ হাতছাড়া করেন কেইন। তিন মিনিট পর দাইয়ু উপামেকানোর শট কোনোমতে ব্যর্থ করে দেন আতলেতিকো গোলরক্ষক। ৭৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লাইমের। দূরের পোস্টে কেইনের কাছ থেকে বল পেয়ে গতিময় আড়াআড়ি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। ৮৮তম মিনিটে দূরের পোস্টে ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আতলেতিকো ডিফেন্ডার দাভিদ হানচকো। বাকি সময়ে আর তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনো দলই। চার ম্যাচে দুই জয় ও দুই ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে আছে বায়ার্ন। আসরে দ্বিতীয় হারের পর, ৪ পয়েন্ট নিয়ে ২২ নম্বরে নেমে গেছে আতলেতিকো।

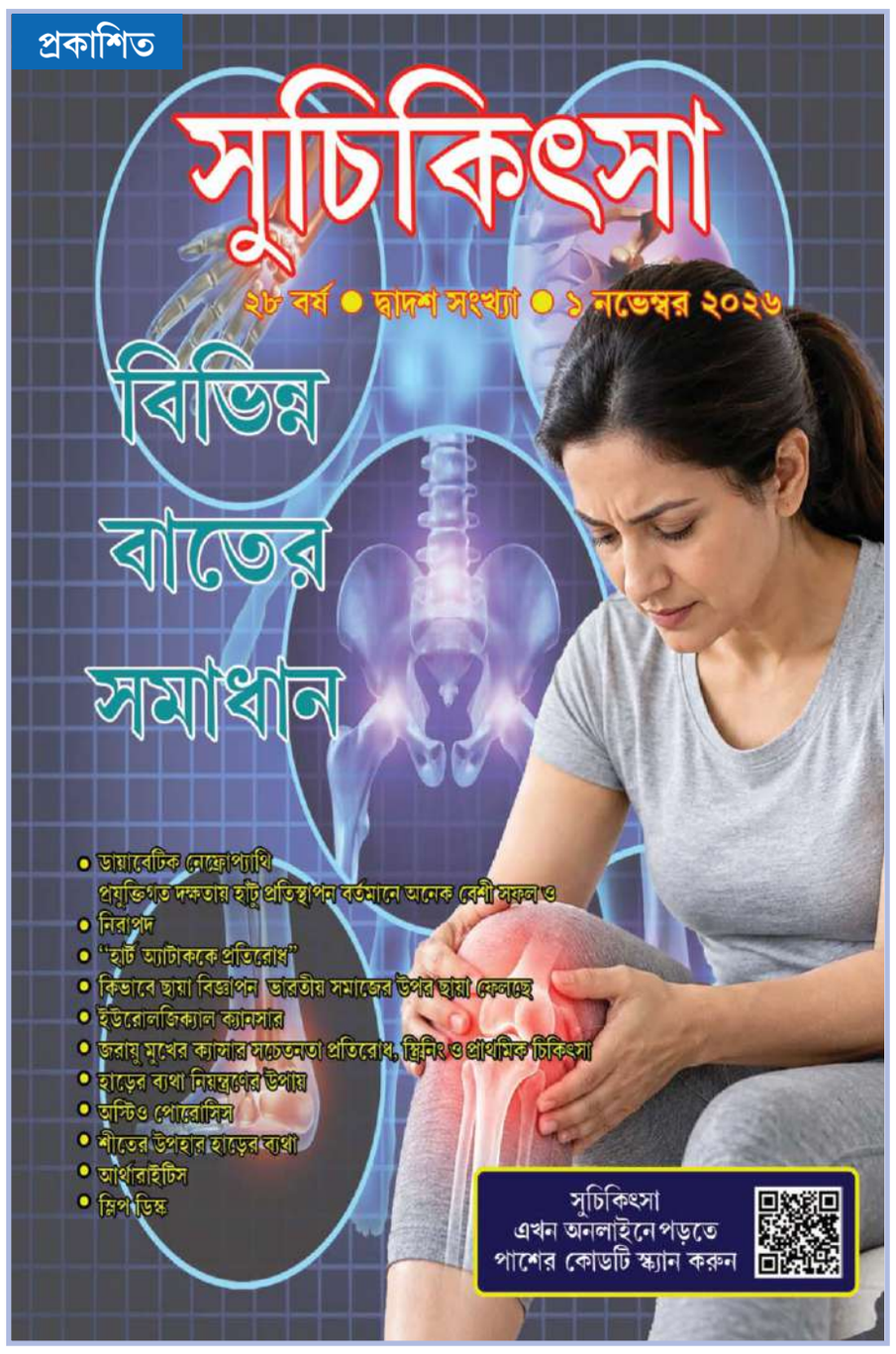
ভিল্লারিয়ালকে গোলবন্যায় ভাসাল পিএসজি

৯-১৭, ঘড়ির কাঁটায় এই আট মিনিট ভিয়ারেয়ালের জন্য যেন অভিশাপ হয়ে আসে। এই সময়েই চার গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ মুঠোয় নেয় পিএসজি। ম্যাচের গতিপথে বদল আনার মতো কিছুই করতে পারেনি স্প্যানিশ দলটি। বরং পরে আরও দুটি গোল করে বিশাল জয় তুলে নেয় ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা।

সংবাদ সংস্থা, কাস্টেলোন, ৪ নভেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ৬-০ গোলে জিতেছে পিএসজি। ফাবিয়া রুইস করেন জোড়া গোল। একবার করে জালের দেখা পান জুয়াও নেভ্স, দেজিরে দুয়ে, সেনি মায়ুলু ও ডেভিড বুলি। এবারের আসরে প্রথম চার রাউন্ডের প্রতিটিতে অন্তত চারটি করে গোল করল পিএসজি। স্লোভান ব্রাতিস্লাভাকে ৬-১ গোলে হারিয়ে আসর শুরুর পর, তারা ম্যানচেস্টার সিটি ও বার্সেলোনার বিপক্ষে দুই ম্যাচেই জিতে ৪-২ ব্যবধানে। চার ম্যাচেই তারা করল ২০টি গোল! টেবিলে শীর্ষস্থানও আরও মজবুত হলো পিএসজির, চার ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১২। আরও পাঁচ দলের সমান ৯ পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে দুইয়ে আছে বার্সেলোনা। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রথম পাঁচ মিনিটে প্রতিপক্ষের রক্ষণে বল ধরে রাখল ভিল্লারিয়াল। এরপরই সবকিছু দ্রুত বদলে গেল। পরের মিনিটে প্রথম আক্রমণে ওঠে পিএসজি এবং পরের কয়েক মিনিটে গোলের ঝড় বইয়ে দেয় তারা। প্রথম গোলটি হয় নবম মিনিটে, সেটপিসে। কর্নারে উড়ে আসা বল ছয় গজ বক্সে জটলার মধ্যে পেয়েই জোরাল শটে দলকে এগিয়ে নেন জুয়াও নেভ্স। এরপর এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো,



ভিল্লারিয়ালের ডি-বক্সে বল ঢুকলেই জড়াচ্ছিল জালে! দ্বাদশ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটির পুরো দায় ভিল্লারিয়াল গোলরক্ষক গুলাসির। হাস্যকরভাবে তিনি বল তুলে দেন ডি-বক্সের মুখে মাহনেস আকিউসের পায়ে, এই মিডফিল্ডার বল বাড়ান সেনি মায়ুলুকে এবং তার থেকে কাটব্যাক পেয়ে আকিউস কাটব্যাক করেন দুয়েকে, আর অরক্ষিত এই ফরোয়ার্ড জোরাল শটে খুঁজে নেন ঠিকানা। পরের মিনিটে আবার গোল! নেভ্সের জোরাল শট ডি-বক্সে প্রতিহত হওয়ার পর, ছয় গজ বক্সের মুখে ফাঁকায় বল পেয়ে, জোরাল শটে জালে পাঠান তরুণ মিডফিল্ডার মায়ুলু। দিশেহারা ভিল্লারিরয়াল আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ে ১৭তম মিনিটে। এবার তাদের রক্ষণ গড়বড় পাকায়। তাদের অর্ধে তাদের ভুলে পজেশন পেয়ে আক্রমণ শাণায় পিএসজি। ডি-বক্সে আকিউসের পাস একদম ফাঁকায় পেয়ে জোরাল শটে চতুর্থ গোলটি করেন রুইস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে ম্যাচের শুরু থেকে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে চার গোল করার রেকর্ড গড়ল পিএসজি, ১৬ মিনিট দুই সেকেন্ডে। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ে। বাঁ দিক থেকে ভিতিনিয়ার লম্বা করে বাড়ানো বল ধরে, ডি-বক্সে দারুণ এক ছোঁয়ায় একজনকে কাটিয়ে আলতো শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রুইস। এরপর মাঝেমধ্যেই পাল্টা আক্রমণে উঠতে থাকে ভিল্লরিয়াল। ভালো কিছু সুযোগও তৈরি করে তারা কিন্তু কাজের কাজ কিছু করতে পারেনি। উল্টো শেষদিকে আরেকটি গোল হজম করে দলটি। ৭৪তম মিনিটে আশরাফ হাকিমির বদলি নামার চার মিনিটের মধ্যে স্কোরলাইনে নাম লেখান ডেভিড বুলি। নেভ্সের পাস ধরে ডান দিক দিয়ে এগিয়ে জোরাল শট নেন ১৭ বছর বয়সি এই সেন্টার-ব্যাক, বল ভেইগার পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। দাপুটে জয়ে দারুণ এক কীর্তিও গড়ল পিএসজি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এই নিয়ে ১৪ ম্যাচ (৯ জয় ও ৪ ড্র) অপরাজিত রইল তারা, স্পর্শ করল ইউরোপিয়ান কাপ কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে কোনো ফরাসি ক্লাবের টানা সর্বাধিক ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৬ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত থেকে প্রথম রেকর্ডটি গড়েছিল লিওঁ।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com